স্বভাব

হে সর্বস্ব, তোমার করুণায় তুমি গুরু।
তোমার চরণকমলে বার বার প্রণাম।

শ্রীঅভয় ভট্টাচার্য

ওরে আমার বন্ধু রে, ওরে আমার প্রাণ রে!
ও তোর মতন আপন আমার নাইকো কেহ আনরে।

আছিস আমার মনে আমার ভাবে
আমার সুখের কথায়,
ফিরিস আমার সঙ্গে সঙ্গী হয়ে
যেখানে যাই তথায়।
বন্ধু, যে-বিষ ওঠে মোর জীবনে তুই-না করিস পান রে।

ওরে আমারে জাগাবার লাগি রে
নিতি নতুন নতুন হয়ে
আমায় লয়ে
রইলি জাগি রে।

ওরে আমার তরে না পারিস তুই
নাইকো এমন কাজ।
ও তুই আমার তরে সাজলি কাঙাল
সাজলি মহারাজ।
অভয় তোরে শোনায় বন্ধু তোরি বুকের গান রে।

স্বভাব

প্রথম খণ্ড

কোথা তুমি

কোথা তুমি কোথা তুমি ব'লে গান গাই।
চেয়ে দেখি শুধু তুমি আর কেহ নাই।

চাওয়া পাওয়া

এক তুমি বিরাজিত বিশ্বচরাচরে।
সেই তুমি চাওয়া হয়ে জাগিছ অন্তরে।
পাওয়া সেও বন্ধু ওগো তোমারি প্রকাশ।
কিবা চাওয়া কিবা পাওয়া তোমারি বিলাস।

তুমি-মন্ত্র

বিরাট পর্বত যদি দেখি গো সমুখে।
তবুও রহিব আমি তব অভিমুখে।
তুমি তুমি তুমি মন্ত্রে উড়িবে পর্বত।
তুমি মন্ত্রে প্রকাশিবে সমুজ্জ্বল পথ।

তাই তো

তোমায় দিতে হবে বারে বারে
তাই তো আমি রাখনু আপনারে।

তুমি হের তাঁহার আসন

আসুক না ঢেউ যেমন কেন
শঙ্কিত তুই হসনে যেন—
দোলা দিয়ে এ ঢেউ যাবে চ'লে।
যতই কেন আসুক আঁধার,
সৃষ্টি করুক হাজার বাধার—
উঠবে ওরে উঠবে আলো জ্বলে।
এই-না ধারা এই জীবনে—
বাহিরেতে এবং মনে
আসবে কত আসবে বারে বারে।
আসবে যেমন যাবে তেমন,
তুমি হের তাঁহার আসন
জীবন মাঝে আসা যাওয়ার পারে।

সত্য যে তোমার মাঝে

কোথায় চলেছ তুমি সত্যের সন্ধানে?
সত্য যে তোমার মাঝে নয় অন্যখানে।

সত্য বলিতেছ কিনা

কোথা সত্য কোথা সত্য বলিছ সদাই,
সত্য বলিতেছ কিনা ভেবে দেখ তাই।

সত্য ক'রে চাও

সত্যেরে চাহিছ যদি সত্য ক'রে চাও।
তার সত্য মূল্যবোধ অন্তরে জাগাও।

সত্য

অচল স্বভাব যার সেই সত্য হয়।
যার আছে হেরফের সেতো সত্য নয়।

সত্যের তরঙ্গ

অবিচল সত্যখানি তরঙ্গেতে দোলে।
অনন্ত সংসার-খেলা তাই তার কোলে।

সত্য পারাবার

ভাল ক'রে না দেখিলে দেখিবে সংসার।
ভাল ক'রে দেখিলেই সত্য-পারাবার।

আশ্রয়

যাহা নিত্য তাই সত্য, তাহাই আশ্রয়।
তাহারি বুকেতে এই সারা বিশ্ব রয়।

অনিত্য ও নিত্য

অনন্ত অনিত্য লয়ে নিত্যের বিলাস।
অনিত্য রূপেতে নিত্য পেতেছে প্রকাশ।

সত্যে বোঝা

হৃদয় মেলিয়া যদি হও গো উন্মুখ
তবে পাবে সত্যটিরে বুঝিবার সুখ।

মিথ্যা

মিথ্যা যখন হাতে নিয়ে ঠাউরে দেখি ভাই
দেখি ভোঁভাঁ হাতে আমার নাইকো কিছুই নাই।

মিথ্যার সত্য

মিথ্যা ব'লে কিছু যদি সত্যি ক'রে রয়
সত্যি ক'রেই দেখব তারে, মিথ্যা সে তো নয়।

কার অলঙ্কার

মিথ্যা দিয়ে ভরা এই সমগ্র সংসার,
চেয়ে দেখ মিথ্যামালা কার অলঙ্কার।

সত্যের স্বভাব

সত্য ক'রে দেখিলেই জাগে এই ভাব—
মিথ্যাগুলো মিথ্যা নয় সত্যের স্বভাব।

সত্যগুণ

সত্যে যদি লক্ষ্য কর দেখিবে ঘটনা—
মিথ্যাসব সত্যগুণ করিছে রটনা।

তোমারে হেরিয়া

যত যাওয়া তত আসা, যত আসা তত যাওয়া
তোমাতেই রয়।
নাই তব আসা যাওয়া। তোমারে হেরিয়া মোর
যাবে সব ভয়।

সুখে থাকার উপায়

শুভাশুভ শুধু খেলা তাঁহার বুকেতে।
তাঁহারে হেরিলে পরে রহিবে সুখেতে।

তোমার আনন্দে

তোমার আনন্দে তুমি রচিলে সংসারে।
তোমার আনন্দে তুমি ঘুচাইবে তারে।

বাঁধিয়াছ সেই

হৃদয় নিঙাড়ি তুমি কাঁদিয়াছ যেই
চতুর ঠাকুরে তুমি বাঁধিয়াছ সেই।

জ্বাল্‌না আগুন

জ্বাল্‌না আগুন জ্ঞানের আগুন
জীবন মাঝে ভাই—
অমঙ্গলের আবর্জনা
হোকনা পুড়ে ছাই।

জ্ঞান

তাঁহার মাঝেই সকল কিছু—
এইটে জানাই জ্ঞান।
আর যা কথা সবগুলো ভাই
মিথ্যে ভ্যানরভ্যান।

ধন্য যে তুই পাগল রে

কান পেতে শোন্ গাইছে কে?
ভগ্নতরী বাইছে যে।
নারে না ও গান না,
হৃদয়ভাঙা কান্না।
চেলাম যারে পেলাম কই!
আপন ঘাটে এলাম কই!

আপন বুকের কান্নারে।
যে শুনেছে আয়না রে।
ধন্য যে তুই পাগল রে।
ভাঙ্‌ল বুকের আগল রে।
আমার বুকে আয় রে আয়।
কান্নাগীতি অভয় গায়।

ওই যে আছে সে আছে।
তোর কাছে রে তোর কাছে।
লুটিয়ে দে তোর আপনারে,
ফ্যাল্ ঝেড়ে ফ্যাল্ ভাবনারে।
দেখ্ না আপন অন্তরে,
হোক না দুখের অন্ত রে।

কে বলে গো ক্ষুদ্র তুমি !

কে বলে গো ক্ষুদ্র তুমি ওগো আমার প্রাণ!
তোমার মাঝে ওই রয়েছেন স্বয়ং ভগবান।

শুনতে কি পাও !

শুনতে কি পাও গুরু যে ওই বলছে কানে কানে,
এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, চল সমুখ পানে।
ওই সমুখে পথটি তোমার গেছে প্রাণের দেশে।
এখন যদি পথ না চল কাঁদবে অবশেষে।

টুকরো ক'রে ফ্যাল

বাসনাতে কল্পনাতে বুনলে ভুলের জাল।
সেই জালেতে জড়িয়ে প'লে বিষম হ'ল হাল।
যন্ত্রণাতে যন্ত্রণাতে জীবনটা যে গেল—
বিচার কাঁচি নিয়ে এ জাল টুকরো ক'রে ফ্যাল।

বিনতি

তোমার কাছে এই যে আমি হলাম নত—
তুমি আমায় ভাঙ গড় মনের মত।
মোর জীবনে মনের মত তোমার যাহা
আমার মনের মত হয়ে ফুটুক তাহা।

মিনতি

আমার চেয়ে আমার ভাল বোঝো ভাল
মন যেন মোর জানে।
আমার চেয়ে আমার ভাল করছ ভাল
হৃদয় যেন মানে।

মূলধন

যেমন তুমি তেমন তুমি তোমারি মূলধন।
বাকি যা সব ফাঁকি সে সব জানবে আমার মন।
তারি ওপোর ভর ক'রে যে নামতে হবে কাজে।
তবেই তুমি মূল সে ধনে পাবে জীবন মাঝে।

তাঁর ছোঁওয়া

ভাল কালো যেমনি হোক তোমার হৃদয়খানি
তাহার পরে সযতনে তাঁরে বসাও আনি।
অবাক হয়ে দেখবে হিয়ার সকল ভাল কালো
তাঁর ছোঁওয়াতে হয়ে গেছে জীবন-উজল আলো।

কমলকুসুম

ওইগুলো সব কমলকুসুম তোমার কাছে
তাঁহার চরণ তরে ব্যাকুল হয়েই আছে।
আঁখির দোষে দেখছ তুমি কি ছাইমাটী!
তাঁতে আঁখি দিলেই আঁখি দেখবে খাঁটী।

সুখে স্মরণ

দুঃখে যারা স্মরণ করে তারা ভাল খুবই ভাল।
সুখে যাদের স্মরণ থাকে তাদের বুকে জ্বলছে আলো।

তোমার খেলা

তোমার ভবে তোমার খেলা আর তো কিছু নাই—
আমি যেন নয়ন মেলে দেখতে এটি পাই।

সুখের মূল

কর্তা হবার ভুল—ফোটায় দুখের হুল।
সকল তিনি, কেবল তিনি—এইটি সুখের মূল।

নির্ভুল

সহসা নয়ন মেলিয়া দেখিনু তোমার জগৎ মাঝে
এতটুকু ভুল কখনো কোথাও নাহিকো তোমার কাজে।

আসবি কেবা বল্

মরতে হবে বাঁচতে হবে, গাইতে হবে নাচতে হবে,
আমার সাথে আসবি কেবা বল্।
কাঁদতে হবে হাসতে হবে, সবায় ভালবাসতে হবে,
আমার সাথে ভাসবি কেবা চল্।

বলিহারি যাই

প্রভু সকল হয়ে সবার থেকে পালিয়ে থাক তুমি—
এমন তো আর নাই।
তবু সকলেরে সকল সময় চালিয়ে থাক তুমি—
বলিহারি যাই।

মিলন

যেদিন আমায় চাইলে তুমি হলাম আমি,
আমার চাওয়ায় তোমায় আমি গড়ছি স্বামী,
তোমায় আমায় মিলন হ'ল না।
দুটি চাওয়া একের মাঝে সত্যে রবে—
তবেই প্রভু তোমার আমার মিলন হবে।
কবে হবে সেদিন বলনা।

সত্য হতে সত্যে

জীবনেতে কভু লাভ কভু আসে ক্ষতি।
চেয়ে দেখি, সত্য হতে সত্যে শুধু গতি।

সেই আপনা

নতুন নতুন কেবল নতুন আসছে প্রতি দিনে।
সেই আপনা আর কেহ না—বন্ধু নিও চিনে।

সুযোগ

দুঃখ এল? বন্ধু আমার সুযোগটিরে ধর।
দুখের রাঙা কুসুম দিয়ে তাঁহার পূজা কর।

দুঃখের বাণী

দুঃখ বলে, এমন ভাবে দেখো না গো।
দেয়াল তুলে তার মাঝেতে থেকো না গো।

সুখের চাবিকাঠি

সুখ বলে মোর ফাঁকিটে তুই বুঝলি যেই
তোর হাতে মোর চাবিকাঠি দিলাম সেই।

সুন্দর

যাহা সত্য, যা সহজ তাহাই সুন্দর।
তারি তরে খোলা থাক আমার অন্তর।

প্রভাতের বাণী

প্রভাত কহিল ডাকি, জাগো বন্ধু জাগো,
তাঁর মুখ পানে চেয়ে তাঁর কাজে লাগো।

তোমার মানুষ

প্রভু তোমার মানুষ আমি সকল গুণে দোষে।
পায়ের কাছে রইনু গো এই ব'সে।
যখন তোমার সময় হবে করবে পরশ স্বামী।
অমনি প্রভু পূর্ণ হব আমি।

ভেলকি

বা ভেলকি বা।
কিচ্ছুই নেই সকল আছে,
সব ফেরে সেই একের পাছে,
যে দূরে সে রইল কাছে,
না টা হ'ল হাঁ।
বা ভেলকি বা।

দেখা

অনেক ডাকই ডেকেছিনু, পাইনি তোমার দেখা।
ভাবনু, তবে এই জীবনে আমি কি গো একা!
তারপরেতে ঝড় এল যেই জীবন টলমল
দেখি পাশে দাঁড়িয়ে তুমি নয়ন ছলছল।

ফুলের বাণী

ফুলেরা ওই ফুটেছে, ফুলেরা ওই হেসেছে।
বলছে ডেকে, পরাণবঁধু তোমায় ভালবেসেছে।

বাতাসের বাণী

পাগল বাতাস বলছে শোনো ভালবেসে—
আগল ভেঙে বাহিরেতে দাঁড়াও এসে।

আঁধারের বাণী

আঁধার বলে, ভুলবি যদি সকল দুখ
মায়ের আঁচল তলায় তবে লুকানা মুখ।

জলের বাণী

আনের কাছে জল কি বলে নাহিক জানি।
তাহার কাছে শুনছি আমি মিলন-বাণী।

একে অনেক

একটি বোঁটায় পাঁপড়ি অনেক ফুটিয়ে দিল ফুল,
বললে আমায় ডাকি,
অনেক মাঝে প্রকাশ করি যতই আপনারে
একেই তবু থাকি।

মিলন ও বিরহ

মিলন পানে চাহিয়া দেখ যদি
দেখিবে তাতে বাজে বিরহ-গান।
বিরহে দেখ দেখিবে নিরবধি
মিলন সেথা বিরহদুখ-প্রাণ।

জ্ঞান ও কর্ম

বিজলীর বাতি হয়ে যাহা দীপ্তি পায়
বিজলী-পাখারে দেখ তাহাই ঘোরায়।
যে জিনিষ জ্ঞান হয়ে অন্তরে উজ্জ্বল
কর্মেরে সে-ই তো রাখে নিয়ত চঞ্চল।

জাগ্রত

সারা রাত্রি ধ'রে
পড়েছিনু বিছানাতে গভীর ঘুমের ঘোরে।
কে গো তুমি জেগে
আমার খাদ্য হজম করার কর্মে ছিলে লেগে!

পেতে রেখো কান

আপন জীবন মাঝে পেতে রেখো কান।
শুনিবারে তাঁর নিত্য ভালবাসা-গান।

ভিক্ষুক

তুমি জান আমার কিছুই নেই,
তবে কেন চাইতে তুমি আস।
এবার তবে নাওনা আমাকেই
নিতে যদি এতই ভালবাস।

শুধু

মূর্খ আমি, তুচ্ছ আমি, রিক্ত একেবারে।
আমার কাছে তবে কেন আসছ বারে বারে!
এলে যদি পায়ের পরে রাখব মাথাখানি।
বলব, তুমি পরাণবঁধু সেইটে শুধু জানি।

রিক্ততারে জেনে

আমার কান্নাটারে দেখে ভুলবে তুমি নাথ,
তা কখনও হয়?
আমার রিক্ততারে জেনে গলবে তুমি নাথ,
নাহিক সংশয়।

সন্ধ্যার গান

সন্ধ্যা তার আকাশেতে ওই হের বসি উদাসীন
বীণাতে বাজায় গান,, তাঁরে ডাকো, গেল গেল দিন।

সুপ্ত পথিক

পথিক জাগো পথিক জাগো পাখি
ওই দেখনা কেঁদেই হ'ল সারা।
বিবশ দেহ শয্যাপরে রাখি
স্বপনঘোরে পথিক আত্মহারা।

সাড়া

এবারে জাগ্ এবারে কাঁদ্,
পায়ের ওপর দাঁড়া।
সমস্ত তোর সত্তামাঝে
পড়ুক জীবন সাড়া।

তাঁর কাছে

বুকের গানে মুক্তি দিবি নাকি?
গা না তবে তাঁর সমুখে থাকি।
নৃত্য যদি করিস আপন ভুলে
তাঁর সমুখেই উঠুক দেহ দুলে।
কাঁদবি যদি জড়িয়ে ধ'রে কাঁদ,
হৃদয়খানি হৃদয় দিয়ে বাঁধ।
ঘুমোবি তো তাঁহার কোলে ঘুমো,
ললাট পরে পড়ুক তাঁহার চুমো।

ভুলের বোঝা

বেশী বোঝা বুঝে যদি সাধনা হারাও
সে তো নয় বোঝা।
সে বোঝা ভুলের বোঝা তারে ফেলে দাও
ফেলে দাও সোজা।

তথাকথিত স্বাধীনতা

নিজেরে স্বাধীন বলি' করিয়া বড়াই।
বুক ফুলাইয়া আমি ঘুরিয়া বেড়াই।
চটক ভাঙিল যেই হইনু অবাক—
জড়াইয়া আছে বাধা শত শত পাক।

স্বাধীনতার গোপন কথা

শুনবে তুমি—তোমায় আমি কব
স্বাধীনতার গোপন কথাখানি?
জন্ম জন্ম দাসী হয়েই রব
জানি তাতেই ধন্য হব জানি।

স্বাধীনতা?

বেড়াক ওরা বুক ফুলিয়ে যত
গরম বুলি বলুক শত শত—
লোভের বশে করছে হানাহানি
স্বাধীন ব'লে ওদের নাহি মানি।

স্বাধীন

অন্যনিরপেক্ষ হয়ে আপন মাঝে আপনি যেদিন রব
সেদিন স্বাধীন হব।

ঘরের খুঁটি

হয়ত, যদি, কিন্তু, তবু—চারটি খুঁটির পর
তাকিয়ে দেখ দাঁড়িয়ে আছে এ সংসারের ঘর।

বন্ধু চা

বন্ধু চা,
প্রভাতে পেয়ালায় তোমার দরশন,
আদরে অধরেতে তোমার পরশন,
চাগাতে দেহখানি, জাগাতে মনখানি
আসিলে।
চাহিয়া দেখি তুমি আপন সেইজন—
চায়ের রূপ নিয়ে নিকটে আগমন—
প্রভাতে ভালবাসি মধুর মৃদুহাসি
হাসিলে।

সুরের স্থান

সেতার কহিল, আমার এ দেহে সুর নাই কোনোখানে।
সুর যাহা আছে গুণীর হাতেতে আর রসিকের কানে।
গুণী ও রসিক হাসিয়া কহিল, বুঝিলে বুঝিও ভাই,
সুর যাহা আছে প্রাণেরি মাঝারে আন কোনোখানে নাই।

প্রাণের কান্না

বেহালা যখন হাতে তুলে মুখের নীচে রাখি
তাহার কাছে আপন প্রাণের কান্না শুনে থাকি।

বিকাশে

বিকাশ ,হতে আরো বিকাশে
আমারে ল'য়ে ক্রোড়ে
প্রতিটি ক্ষণে চলেছ তুমি
বুঝিতে দিও মোরে।

অন্তরে

হে সুন্দর ব'সে আছ আমারি অন্তরে।
তাই তো তোমারে খুঁজি এ জীবন ভ'রে।

পারাপারি

আমি যে কিছু পারি না তাহা
তুমি তো ভাল জানো।
তুমি যে সবি পার গো তাহা
আনো এ বোধে আনো

চিরবিরহ

তুমি যে আমি সেই কথাটা
জানিব আমি যবে
সেদিন হতে আমাতোমাতে
চিরবিরহ হবে।

চেতনা ও ঘটনা

আমার চেতনাখানি স্বচ্ছ সরোবর।
ঘটনার ঢেউ চলে তাহার উপর।

শক্তি

কহিয়াছিনু ব্রহ্ম আছে জানি,
শক্তি ব'লে কিছুরে নাহি মানি।
চাহিনু যবে দেখিনু হরে হবে ;
ব্রহ্ম রহে সহজ শক্তি ভরে।

নিত্যসাথী

ব্রহ্ম হতে পৃথক কিছু শক্তি ব'লে নাই।
ব্রহ্মদেবের নিত্য সাথী শক্তিদেবী তাই।

অপারগতা

সুনিশ্চল এক যাহা
ধরিবার সাধ্য নাই তারে।
মাত্র একে কে ধরিতে পারে।
সুচঞ্চল শক্তি যাহা
নব লীলা তাঁর প্রতি ক্ষণে।
তাঁরে আমি বুঝিব কেমনে ?

চমৎকার

ও মন তোমার মেঘে
ক্ষণে ক্ষণে হচ্ছে বদল যাহার ছোঁওয়া লেগে
সেই-না চমৎকারে
আমার প্রীতি আমার প্রণাম জানাই বারে বারে।

যাহার আঁখি

তোমার মেঘের পারে ও মন
তোমার মেঘের পারে
যাহার আঁখি নিত্য উজল
প্রণাম জানাই তারে।

শান্তির খবর

অতীতে আর ভবিষ্যতে বেড়াই ছুটে ছুটে।
শান্ত হব বর্তমানের কোলের পরে উঠে।

এক চুম্বন

যদি একবার জানি
চুম্বন এক ক'রেছিলে মোরে প্রাণে ভালবাসা মানি—
তাতেই সকল হবে,
চুম্বন সেই সহস্র হয়ে আমার জীবনে রবে।

তাহার পরে

তুমি আমায় আপন ব'লে মানো
আমার কানে শোনাও একটিবার।
তাহার পরে দুঃখ যত আনো
আমি কিছু কইবনাকো আর।

সত্যের ব্যাপ্তি

সত্য হইতে সরিয়া যতনা
মিথ্যারে লয়ে থাকি
দেখিলাম চেয়ে সত্যেরে আমি
দিতে পারি নাই ফাঁকি।

অনন্ত প্রেম

কত নর কত নারী কত যুগ ধরি কত প্রেম
বিলাইছে পৃথিবীর বুকে।
একটি অনন্ত প্রেম নিত্য নব চির পুরাতন
হেরিতেছি আমার সমুখে।

সমর্পণ

ক'রো না বহন নিজের মাথায় জীবনভার।
দাওগো বন্ধু সঁপিয়া চরণকমলে তাঁর।

তিনি

তাঁহার কাছে নেই
হানির কোনো ভয়,
নেই সেখানে ফাঁকি।
তোমার সকল দিলে
তাঁহার সকল থাকে
তোমার তরে বাকি।
ওগো তোমার বুকে
মধুস্নেহ আছে—
তাহার প্রতি কণা
তাঁর তরেতেই আছে,
তাঁর তরেতেই রেখো—
এ মোর প্রার্থনা।

সত্যের অপমান

জীবনের সুখ দুঃখ জয় পরাজয়
মান অপমান—
ইহাদেরে ক'রো না সম্মান।
ইহাদের মর্মমাঝে যেই সত্য সুচির-সুন্দর
সে সম্মান অপমান হানে তার 'পর।

সৌন্দর্যলিপি

জ্বালাইয়া উজ্জ্বল প্রদীপ
মুখের সম্মুখে তব
রেখে দাও আনি।
তোমার সৌন্দর্যলিপি
পড়ুক প্রফুল্ল মুখে
প্রতিবিম্বখানি।

অন্তরের প্রেম

অন্তরের লাগি প্রেম অন্তরেতে জাগে।
অন্তর কেবলি ওই অন্তরেরে মাগে।

অল্প দেখা বেশী দেখা

অল্প ক'রে দেখে
আমি আমি আমি
বলছি কেবল আমি।
বেশী ক'রে দেখে
তুমি তুমি তুমি
বলব এবার স্বামী।

আমার মনে

ওই যে ওরা চারিপাশে এত মধুর, এত ভাল।
তবে কেন আমার মনে এত কালো, এত কালো।

বাঁয়া ও তবলা

বাঁয়া বলে হায়,
আমার ঘরে থাকা দায়।
ওই তবলাবাবুর ছ্যাবলা আওয়াজ
শুনে জীবন যায়।
তবলা বলে তুম্
বাঁয়া মাচিওনাকো ধুম।
তোমার থ্যাবড়া মুখে ধ্যাবড়া আওয়াজ
শুনে পালায় ঘুম।
কবি বলে, তোমরা দুজন
একই সাথে ছন্দ মতন
বল যখন লাগে মাতন
প্রাণে।
নয়তো যদি আবোল তাবোল
বকতে থাক বেতালে বোল
প্রাণে আঘাত তারা কেবল
হানে।

তুমি

আমার আমিরে আমি করিলাম তুমি।
তারপরে বুকে ধ'রে মুখখানি চুমি।

চেনা

যে তোমারে আমি ব'লে নিতে পারে চিনে
সে তোমারে চিরতরে নিতে পারে কিনে।

প্রেম জাগে

মিলনে মিলনে নাথ বিরহে বিরহে
শুধু তব প্রেম জাগে আর কিছু নহে।

গুণ্ঠন খসাব

বিভীষণ মূর্তি দেখে তোর
ভয় যেন নাহি হয় মোর।
আমি শুধু হাতে ধ'রে গুণ্ঠন খসাব।
তারপরে মুখ চুমি নিকটে বসাব।

জুড়াইব শুধু

আমি কিছু কহিতে আসিনি,
আসিনি তো শুনিবার তরে।
আজি আমি জুড়াইব শুধু
রাখি মাথা চরণের পরে।

মেনেছি

তোমারে মানি না আমি বলেছি যখন
হে বন্ধু তোমারে আমি মেনেছি তখন।

মেঘেরা ভাবনা

দেখ দেখ চেয়ে দেখ ওই আকাশের গায়
দলে দলে কত মেঘ আসে কত মেঘ যায়।
কোনো মেঘ ধবধবে সাদা, কোনোটা ধূসর।
কোনো মেঘ চলে দ্রুতগতি, কোনোটা মন্থর।
কোনোটা বা অতীব ভীষণ পাহাড়ের পারা।
উড়ে যাওয়া তুলোর মতন কারো বা চেহারা।
আমি দেখি মেঘেরা ভাবনা আকাশের মনে।
আমি জানি নির্মল আকাশ মেঘের পিছনে।

শুধু একবার

হে চিরসুন্দর সখা, প্রার্থনা আমার,
শুধু একবার
তোমারে লইব বুকে।
পরিপূর্ণ সুখে দুখে,
দেহে দেহে, অন্তরে অন্তরে
হয়ে যাক মেশামেশি নিমেষের তরে।
তার পরে হোক যাহা হয়,
নাহি আর ভয়।

জীবন

তোমার চুম্বন বঁধু তোমার চুম্বন
আমার জীবন হয়ে কাঁপে অনুখন।

আমি অসুন্দর

এ জীবনে হায়
গগনের নির্মলতা পাইব কোথায়।
প্রতিদিন কত ত্রুটী কণ্টকের মত
আমার বুকেতে আনে ক্ষত।
আমি শুধু মনে ভাবি, আমি অসুন্দর
তোমার কোলেতে যেয়ে হইব সুন্দর।

গড়া দুঃখ

আপনারে আপনি আমি কেবল বাঁধি,
আপন মনে দুঃখ গ'ড়ে কান্না কাঁদি।
ও তুই আমার এসব কথা শুনিস না রে।
একটানে তোর আলোয় আমায় নিয়ে যা রে।

রসিক

গুণীর গলাতে যবে ধ্বনিল গমক
মামুলি মানুষ ভাবে দিতেছে ধমক।
রসিক শুনিয়া তাহা
মাথা নাড়ি বলে, আহা
মরি কিবা সঙ্গীতের সুন্দর ঠমক।

পূজা

গান বলে, কত না ঝঙ্কারে
নানা অলঙ্কারে
রসের স্বরূপে আমি তুলিনু সাজায়ে
আপনারে বাজায়ে বাজায়ে।
এ সারা ভুবনে সকল আনন্দ যাঁর
তাঁহার চরণতলে এ পূজা আমার।

সুন্দর যোগ

বাহিরে প্রবল বায়ু করে হুহুকার।
মেটেনা কিছুতে রোষ তার।
মেঘ রাশি রাশি
কোথা হতে আসি
যায় কোনখানে
কেবা তাহা জানে!
সবে মিলে ওই দেয় আনি
সুভীষণ দুর্যোগের বাণী।
আমি বলি, কোথায় দুর্যোগ, দুর্যোগ তো নাই,
দেখিবারে পাই,
অপূর্ব সুন্দর যোগ সর্বত্র উজ্জ্বল—
আপন আনন্দে তুমি নিতুই উচ্ছল।

জ্ঞান ও প্রেম

জ্ঞান বলে, সকলেরে
নিয়ে আসি অন্তরেতে ডেকে।
প্রেম বলে, কাঁদি আমি
অন্তরবাসীরে দূরে রেখে।

বাসনার বেদনা

বাসনা অন্তরে কাঁদে গুমরি গুমরি।
ছট্‌ফট্‌ করে, বলে, কি করি কি করি।
সে কহে, চাই যে আমি সবখানি নিতে।
কহে, চাই আপনারে একেবারে দিতে।
সে কহে, হারাতে চাই আপন জনারে।
কহে, তারে পেতে চাই বুকের মাঝারে।
সে কহে, কেবলি আমি ঘুরিয়া বেড়াই,
কিন্তু আমি নাহি জানি কি যে আমি চাই।
কবি কহে, শোনো শোনো বলিরে বাসনা,
রসোপলব্ধির তরে তোমার বেদনা।

সত্য শান্তি

গতিরে থামায়ে যদি আনি শান্তিটিরে
সে তো নয় শান্তি, গতি পুন আসে ফিরে।
গতির মাঝারে যদি শান্তি দেয় ধরা—
সেই শান্তি সত্য শান্তি সর্বদুঃখহরা।

পূর্ণতা

জ্ঞান বলে, ভাই আমি সব বুঝিয়াছি,
তাই তো কেমন আমি ধীর স্থির আছি
প্রেম বলে, মোর সম অবুঝ তো নাই,
ধৈর্য আর লাজ আমি হারায়েছি তাই।
কবি বলে, তোমাদের দুয়ের মিলন
পূর্ণ ক'রে দিক আজ আমার জীবন।

ওঠা নামা

সাগরের ভয়ানক ঢেউ
দেখি আমি তীরেতে দাঁড়ায়ে—
নৌকাখানি এই তো গো ছিল,
এই কোথা গেল গো হারায়ে।
না না না হারায়নি তো
ওই ভাসে সাগরের জলে।
ওঠা নামা অপরূপ খেলা
চলে তার অবিরাম চলে।
আমার তরণীটিও সংসার সাগরে
নাবিকের আনন্দেতে নিত্য খেলা করে।

এ প্রার্থনা ঘরের ঘেরায়

গুরু তুমি প্রতিদিন আসি
আমার দ্বারের কাছে বাজাতেছ ভালবাসা বাঁশী।
শুনেছি তোমার ডাক, শুনিয়াও তবু শুনি নাই
আনমনা তাই
গৃহের মাঝারে আছি ব'সে
আপনার মনের আলসে।
এ প্রার্থনা ঘরের ঘেরায়—তব সর্বনাশা ডাক
আমারে তোমার ওই চরণের পাশে নিয়ে যাক্।

ভাল

সব ভাল শুধু ভাল—
হিয়া ভ'রে বলিবার তরে
হিয়া মোর ব্যাকুলিয়া মরে।

নব রূপ

এক বিন্দু প্রেম যবে মোর বুকে দেবে
নিমেষে তোমার বিশ্ব নব রূপ নেবে।

কান্না

অধীর কামনা মনে নিতি নিতি কেঁদে কেঁদে মরে
কত কিছু তরে।
সে জানে না তার কান্না ফিরে পেতে চায়
অন্তরের পরম অন্তরে।
পরম অন্তরে পেয়ে শান্ত হবে সে কি,
কান্না তার যাবে কি গো থেমে?
সে জানে না তার কান্না ঝরিবে তখন
পরমের অন্তহীন প্রেমে।

করহ গ্রহণ

ওগো মোর আপনার জন,
শ্রান্তি ভ্রান্তি, সুখ দুঃখ সহ
মোরে তুমি করহ গ্রহণ।

বন্ধন ?

যে-বন্ধন উজ্জ্বলিত করে মোর মন
তারে আমি বলি না বন্ধন।
চশমারে আঁটি দিয়া চোখে
বিশ্বের বৈচিত্র্যমালা ভাল দেখে মন্দদৃষ্টি লোকে।

তোমার জীবন

পড়লে বুঝি তায় কি হ'ল আবার তুমি উঠবে।
তোমার মুখে উজল হাসি ফুটবে আবার ফুটবে।
তোমার জীবন এগিয়ে যেতে।
তোমার জীবন সত্যে পেতে।
তোমার বাধা তোমার বাঁধন টুটবে ওগো টুটবে।

অসত্য

যেই কথা কোনো শুভফল নাহি আনে,
যেই কথা মানুষেরে অপমান হানে,
আর যেই কথা হতে ফুটে ওঠে ঘৃণা
সে সব কথারে সত্য বলিয়া জানি না।

কথা

সত্য কথা, মিষ্ট কথা,
অল্প কথা, আস্তে কথা,
এবং প্রয়োজনের কথা
কইলে পরে ঘুচবে ব্যথা।

শুধু তুমি

ভূতে আর ভবিষ্যতে আর বর্তমানে
বন্ধু তুমি বিরাজিত আছ সর্বখানে।
শুধু তুমি শুধু তুমি—এ সত্য স্বীকৃতি
ঘুচাইয়া দিক মোর মনের বিকৃতি।

বিমুখ

আমার আদর পাওয়ার লাগি
জীবন হয়ে রইলে জাগি
বিমুখ আমার এ সারা জীবনে।
এই কথাটা কাঁটার মত
বক্ষ আমার করুক ক্ষত
এ প্রার্থনা জাগছে মনে মনে

মিলনের ক্ষণ

যে দিন পরম ক্ষণে
তুমি হয়ে উঠব জেগে আমি,
আমি হয়ে প্রকাশ পাবে স্বামী,
সেদিন মিলন তোমার আমার সনে।

রইব তাদের কেনা

যারা কইবে আমার কথা,
যারা গাইবে আমার গান
  তারা চেনা আমার চেনা।
আহা ওই দাঁড়িয়ে তারা
দেখ বাড়িয়ে দেছে হাত,
  আমি রইব তাদের কেনা।

আমি হেরিলাম

কি বলিলে তুমি? কামনাকলুষে কলুষিত যত নর?
চোর জুয়াচোর পীড়ক শোষক সুভীষণ বর্বর?
আমি হেরিলাম—ভ্রান্ত খেয়ালে মত্ত মানুষ যত
দুঃখে আতুর, সুখের কাঙাল, অবুঝ শিশুর মত

সত্য

সত্য ব'লেই সত্যটারে সত্য ক'রে ধরতে হবে।
সত্য লাগি বাঁচতে হবে, সত্য লাগি মরতে হবে।
জানবে তুমি, সত্য ছাড়ি বাঁচনটা যে মরার বাড়া।
সত্য নিয়ে মরণটা যে আর কিছু নয় বাঁচন ছাড়া।

মনের বাসনা

এক হয়ে গেল
আনের সঙ্গে মিলে।
এককে ভাঙিয়া
পুন আন ক'রে দিলে।
এইনা বাসনা
মনের স্বভাবে আছে—
মনেরে হেরিনু
বসিয়া মনের কাছে।

জাগ্রৎ

হে জাগ্রৎ অপরূপ মায়াখানি তোর
সহজেই করিলি বিভোর।
তবু শুনিলাম
হাসির তলাতে তোর কান্না অবিরাম—
'সহজ আপনে আমি বল কোথা পাই?
তাবে আমি বুকে পেতে চাই।'

স্বপ্ন

কে রে তুই স্বপ্ন সেজে এলি,
ক্ষণপরে মিলাইয়া গেলি।
সৃষ্টির রহস্যখানিরে
মোর কাছে দিলি যে আনি রে।

সুষুপ্তি

কে রে তুই চোর
ঝিকিমিকি সত্তাখানি মোর
প্রতিদিন
আলিঙ্গিয়া নিজ মাঝে করিস বিলীন
পুনরায় ফিরাইয়া দিতে।
পেরেছি জানিতে
তোর বাণী এই—
অমোঘ সত্যের মাঝে এ সংসার আছে আর নেই

পুণ্য ও পাপ

সত্যের চেতনা যাহা যত দেয় আনি
তারে আমি ততখানি পুণ্য ব'লে জানি।
সত্যের চেতনা যাহা যত দেয় ঢাকি
তারে আমি ততখানি পাপ ব'লে থাকি।

গুরুব্রহ্ম

জীবনের মর্মসত্যে তোমারে জাগাতে
গুরুব্রহ্ম ওই তব রন সাথে সাথে।

গুরু

হে সহজ, হে স্বভাব, হে নিত্যনূতন!
হে স্বরূপ, হে পরম, সত্য চিরন্তন!
তুমি তুমি, আমি আমি, তুমি আমি সব!
এই বিশ্ব শুধু গুরু তোমারি গৌরব।

গুরুর আগমন

তোমারে জাগাতে ওই তোমারি স্বরূপে
ওই যে তোমার প্রাণ এল গুরুরূপে।

স্বভাব

দ্বিতীয় খণ্ড

চলব এবার চলব সম্মুখ পানে

শুধুই কথার বাঁধুনি,
শুধুই নাকে কাঁদুনি—
পরাণ কভু তাই দিয়ে হয় খুশী?
তোতার বুলি মন্তোরে
ভরবে না মোর মন তো রে।
চায় সে আসল, চায় নাকো সে ভুষি
উৎসবেরি ঘটাতে
পারবে কি আর পটাতে?
হৃদয় লাগি হৃদয় টলমল।
গল্পকথা বাতানো,
ক্ষণের তরে মাতানো—
তাতেই বা কি ফল আছে গো বল?
শুধু শুকনো শোলোকে,
বইতে পড়া গোলোকে
গোলোকধাঁধার গোল মেটে কি কভু?

শুধু কথার খরচাতে,
এলোমেলো চর্চাতে
পাব কি সেই পরমাত্মা প্রভু?

পাঁজিপুঁথির শাসনে
বাগিয়ে ব'সে আসনে
গলদ্‌ঘর্ম ধর্মকর্ম ক'রে।

অনেক রকম সম্ভারে
মিলল অষ্টরম্ভা রে।
'আমি'র হাওয়ায় বুকটা ওঠে ভ'রে।

শোরগোলেতে আনন্দ
হোকনা যতই পছন্দ
দাঁড়াবে কি ফলটা বল শেষে!

হায়রে সবই বাহিরে,
এমন কিছুই নাহি রে
হৃদয়ে যা টিকল অবশেষে।

পরিপূর্ণ স্বভাবে
জাগাব গো কি ভাবে—
সেই কথাটা ভাবব মনে প্রাণে।

সহজ ভালবাসাতে
হৃদয়টারে ভাসাতে
চলব এবার চলব সমুখ পানে।

অপরূপ দেশের কথা

অপরূপ দেশ আছে এক ওগো,
অপরূপ দেশ আছে।
সেখানে শুধুই রসের পাথার,
দুখ সেথা লয় সুখের আকার;
পরম বন্ধু চির আপনার
রয় সেথা কাছে কাছে।

হৃদয় সেখানে বাহিরের সাজে
বরণীয় হয়ে সদাই বিরাজে।
সেথা সব দেখা সেই এক মাঝে,
সবখানে এক দেখা।
জীবন ভরিয়া শুধু সেথা গান,
করমে করমে ছন্দিত প্রাণ,
অনেক সাজেতে সে বিরাজমান
তবু আছে চির-একা।

হৃদয় সেখানে সবখানে ফোটে,
পরাণ সেখানে সবখানে ছোটে,
জীবন সেখানে কেবলি যে লোটে
তাঁহার- চরণতলে।

সেইখানে দেখ আহা মরি মরি
তাঁহারি প্রেমের সাগর উপরি
সুখদুঃখের কতনা লহরী
অবিরাম ব'য়ে চলে।

সেথা নব খেলা জাগে ক্ষণে ক্ষণে।
কোথা হতে জাগে কব তা কেমনে!
সেথা সে আপনি আপনার মনে
আপনার সাথে রয়।

সেথা সব আছে যাহা কিছু চাই,
সেথা সব আছে তবু কিছু নাই,
সেথা সব কিছু আপনাতে পাই,
সেথা জয় শুধু জয়।

জেনো ওই দেশ নহে নহে দূরে,
রয়েছে তোমারি হৃদয়ের পুরে।
সে দেশের মধুবাঁশরীর সুরে
ধ্বনিছে তোমারি নাম।

সে দেশের সেই আপনার জন
তোমারি লাগিয়া বসি সারাখন।
তোমারি মনেতে রহি তার মন
ডাকে তোমা অবিরাম।

তোমা হ'তে বেশী তোমারে সে জানে,
তার মহাপ্রাণ তোমারি সে প্রাণে,
তার আঁখি ওই তব আঁখি পানে
দিবারাতি চেয়ে আছে।

তারে কি বুঝিবে, তারে কি জানিবে?
তারে কি তোমার সকল দানিবে?
জীবনের মাঝে তারে কি আনিবে?
জাগিবে কি তার কাছে?

আর কিছু নয় বুক ভ'রে ডাক,
সব কাজে তারে সাথে ক'রে রাখ,
সহজের কাছে সহজেই থাক
কুণ্ঠা রাখিয়া দূরে।

সকল ভাবনা ঢালি তার পায়ে
ব'সে থাক তার মধুস্নেহছায়ে।
দাও আপনার সুরটি মিলায়ে
তাহার গভীর সুরে।

পথিক চল

পথিক চল, পথিক চল, পথিক চল সমুখ পানে।
তোমার বুকের সার কথাটি আপন আলোয় রয় যেখানে।
ওই সে কাঁদে ওই সে ডাকে,
পথের পানে তাকিয়ে থাকে।
তোমার লাগি ব্যথা যে ওই কাঁদে তাহার বুকের গানে।

বিশেষ বিশেষ রূপে তোমার মরমেরি পরশ লাগে—
সব পরশই মধুর যে ওই চিরন্তনের অনুরাগে।
অনেক সুখে অনেক দুখে
তাহার বাণী তোমার বুকে—
চল পরাণ, চল পথিক, স্বজন তোমায় বুকে মাগে।

নানান বেশে ভালবেসে তোমার স্বজন করছে খেলা।
যাঁর খেলা তাঁর নয়নপানে চাবার কিগো হয়নি বেলা?
সব খেলাতে সে তোমাকে
কেবল ডাকে কেবল ডাকে—
দুয়ার খোলো, দূর ক'রে দাও পথিক তোমার স্বপনহেলা।

ওগো পথিক ওই দেখা যায় তাঁহার আলো তোমার মুখে।
ওগো পথিক ওই যে কাঁপে তাঁর বেদনা তোমার বুকে।
তোমার হিয়ার গোপন তলে
শোনো পরাণ কি যে বলে।
ওই যে সে গো দাঁড়িয়ে পাশে কান্না যাহার তোমার দুখে।

ওগো পথিক তাঁরি লিপি তোমার হাতে পৌঁছেছে যে।
ওগো পথিক তাঁরি গীতি তোমার প্রাণে উঠছে বেজে।
তাঁর বেদনা ওই যে ঝরে
পথিক তোমার মাথার পরে।
আনন্দেরি দুলাল হয়ে কেন দুখী রইলে সেজে।

আপন মুখের আলো তোমার পড়ছে না কি নয়নেতে?
নয়ন মুদে কি দেখ গো আপন ঘুমের আগুনেতে?
দেখ সবার মুখের পরে
তোমার আলোই খেলা করে।
চেয়ে দেখ তোমার আলোই জ্বলছে তোমার হৃদয়েতে।

ভুলো না গো, ভুলো না গো, অল্প নিয়ে ভুলো না গো।
সত্য জাগে তোমার লাগি, তাহার লাগি এবার জাগো।
যে জড়তা প্রাণকে ঢাকে?
কেন পথিক সইবে তাকে?
যে জন তোমার নিত্য সাথী তাহার সেবায় এবার লাগো।

আকাশ ভরা এত আলো জানো পথিক কাহার তরে?
তোমার তরে তোমার তরে, চেয়ে তোমার পথের পরে।
তোমার লাগি চন্দ্র রবি।
তোমার লাগি বিশ্বছবি।
তোমার লাগি বিশ্বপ্রাণে ওই দেখ প্রেম কেঁদে মরে।

অস্তি

আকাশ বাতাস মৃত্তিকা আর অশ্ব গরু হস্তী—
সবাই তারা অস্তি অস্তি অস্তি।
মনের মধ্যে সুখ দুঃখ ভাল মন্দ যত—
অস্তিরূপেই কাঁপছে অবিরত।
অতীত যাহা অতীত রূপেই অস্তি আমার কাছে।
হবুকালের যা কিছু সব হবুরূপেই 'আছে'।
'আছে'র সীমা ডিঙিয়ে কিছু ভাবতে কেহ নারে।
যা কিছু সব ঢেউএর মত অস্তি পারাবারে।
নাস্তি ব'লে ভাবটা যদি তোমার মনে ওঠে—
সে তো তখন অস্তি হয়েই ফোটে।
নাস্তিরূপে অস্তি সে যে আর তো কিছুই নয়।
শূন্য পূর্ণ সকলি তাই কেবল অস্তিময়।

অস্তি হ'ল সহজ স্বয়ং, অস্তি হ'ল পাকা।
তারি কাছে তারেই নিয়ে সকল কিছুর থাকা।
অস্তি হ'ল নাছোড়বান্দা, সদাই থাকে লেগে।
আঁখি মেলে সদাই থাকে জেগে।
ভাল মন্দ ছোট বড় সবাই তাহার কোলে।
তারেই কেবল সাজিয়ে তারা তোলে।
সকল বস্তু মধ্যে রে ভাই অস্তিটি সার বস্তু।
তাহার চরণ পরে আমার নিত্য প্রণাম অস্তু।

বোধ

বাড়ি গাড়ি হাতি ঘোড়া কাম অথবা ক্রোধ—
দেখ চেয়ে সবাই শুধু বোধ।
সরস বল, নীরস বল ভাল কিংবা মন্দ—
বোধের শুধু ছন্দ।
সুখবোধই যে সুখ হ'ল আর দুঃখবোধই দুঃখ—
এই কথাটা খুব বেশী কি সূক্ষ্ম ?
মোদের জীবন বোধের জীবন—বোধের মাঝেই আছি।
বোধের মধ্যে দেখি শুনি, মরি এবং বাঁচি।
বোধেই হেরি সৃজন পালন বোধেই হেরি ধ্বংস।
পূর্ণবোধে পূর্ণ দেখি অংশবোধে অংশ।
অতীত কিংবা অনাগত বোধেই আমার ভাসে।
আমার কাছে যা আসে সব বোধের মাঝেই আসে।
'মানিনে বোধ' এটিও বোধ, আর তো কিছুই নহে।
অস্তি নাস্তি সকল কিছু বোধের মাঝেই রহে।
আদি বল অন্ত বল বোধের লহর তারা।
বোধের মাঝে জাগে আবার বোধেতে হয় হারা।
কিন্তু আদি অন্ত বোধের থাকতে কভু নারে।
সবই বোধের মাঝে তবু বোধ যে সবার পারে।
নাইকো বোধের গতি কোনো, নাইকো কোনো বিকাশ।
নাইকো প্রমাণ, নাই পরিমাণ, নাইকো হিসাব নিকাশ।
যাহা কিছু সবার মাঝে বোধই গুরুতম।
বোধকে আমি প্রণাম করি নমো নমো নম।

মনের কথা

মনের খেলা
সকল বেলা।
এক নিমেষে
নানান দেশে।
ওই না কাঁদে
নানান ছাঁদে।
দেখছ পুন
কান্নাগুলো
যায় মিলিয়ে।
খিল খিলিয়ে
উঠল হাসি,
বাজল বাঁশী।
মনের প্রাণে
সুখের গানে
লহর ওঠে।
মন যে ছোটে।
কোন সুদূরে
বেড়ায় ঘুরে।
হাওয়ার মত
খেলায় রত।

মনের খোঁজা
যায় না বোঝা।
কিসের লাগি
হয় বিবাগী
নিজেই তাকি
বুঝছে নাকি?
কোথায় বোঝে?
কেবল খোঁজে।
রূপে রসে
আর পরশে,
শব্দ বাজে
তাহার মাঝে
কেবল খোঁজে,
কেবল খোঁজে।
পায় না যত
খুঁজছে তত।
যতই চলে
ততই জ্বলে।
কার কাছে সে
থামবে এসে!

স্বভাব

কাহার কাছে
শান্তি আছে,
কাহায় পেলে
কোথায় গেলে,
মধুর লাগে,
হৃদয় জাগে ?
দেয় না ধরা!
জীবন ভরা
কেবল খোঁজা
চলছে সোজা।
সে জানে না,
তাহার চেনা
পরাণ বঁধু,
জীবন মধু
লুকিয়ে আছে
তাহার কাছে।

না দেখে সে
নানান দেশে
দৌড়ে মরে,
কাণ্ড করে।
মনের মাঝে
অ-মন রাজে—
তাতেই নিতি
সহজ প্রীতি।
তাহার কোলে
পরাণ খোলে।
সকল মেলে
তাহায় পেলে।
সকল পাওয়া,
সকল চাওয়া
যায় গো ঢুকে
তাহার বুকে।

দেখছ, জানছ

আমার মনে প্রতিদিনই আসছে কত ঢেউ।
তুমি তাদের জান বন্ধু আর জানে না কেউ।

স্বভাব

আমার প্রাণে কত আঘাত হানছে কত ব্যথা।
তুমি আমার প্রাণে ব'সে জানছ সে সব কথা!
মধুর কত সুখের পরশ আমার কাছে আনে।
তুমি জান বন্ধু আমার, আর কেহ না জানে।
জীবন পথে হৃদয় আমার ভয়ে যখন মরে।
ভ্রান্তি দেখে বন্ধু তোমার করুণ স্নেহ ঝরে।
ঈর্ষ্যা, ঘৃণা, দ্বেষে যখন টলে আমার হিয়া
তুমি তখন জানছ সকল আমায় বুকে নিয়া।
বিষম ভারী বোঝা যখন আমার মাথায় বহি
আমার কষ্ট বোঝ তুমি আমার বুকে রহি।
উল্লাসেতে মেতে যখন নৃত্য আমি করি
তখন তুমি জানছ আমায় বুকের মাঝে ধরি'।
দোলে যখন বাসনাতে আমার চিত্তখানি
জানো জানো জানো আমায় এই কথাটি জানি।
গভীর প্রেমে দেখছ তুমি জানছ তুমি মোরে—
এই কথাকে বুকে রেখে যাই যেন গো ম'রে।
দেখছ যত, জানছ যত টানছ তত বুকে
অভয় বলে তাই তো আমি থাকব মনের সুখে।

স্বভাব

তৃতীয় খণ্ড

হৃদয়

হৃদয় কোথায় হৃদয় কোথায়, কোথাও হৃদয় নাই।
লুকানো হৃদয় সবখানে আছে—জানিলে দেখিতে পাই।
হৃদয়ের মাঝে হৃদয় রয়েছে তার নাম প্রাণবঁধু,
যেখানে যা কিছু জীবনে জাগিছে তাতে মধুময় মধু।
তার নাম প্রাণ, তার নাম আলো, তার নাম ভাল লাগা।
তারি চেতনার সোনার কাঠিতে স্বভাবের মাঝে জাগা।

কিছু সে ছাড়েনি, ছাড়িতে পারেনি, ছাড়িবে কেমন ক'রে?
তাহারি প্রাণের কাঁপন যে ওগো কাঁপিছে জগৎ ভ'রে।
এতটুকু ফুল, এতটুকু জল—আর এতটুকু ধুলি
তাঁহারি আলোতে আলো হয়ে আছে দেখিলে নয়ন তুলি।
সবখানে সে যে সব হয়ে আছে, আর তো কেহই নাই।
জানি বা না জানি, মানি বা না মানি সদাই তাহারে পাই।
আমার জগতে আমার জীবনে তারি বিচিত্র সাজা।
আমার জীবনে মাঝখানটিতে সেই তো রাজাধিরাজা।

স্বভাব

আমার তরে সে বসিয়া রয়েছে কত যুগ চ'লে যায়।
তার পানে আমি কত কাল ধ'রে ছুটিয়া চলেছি হায়।
মোরে সে টানিছে দিবাতে নিশিতে সকল ভাবের মাঝে।
তার মধু স্বর শুধু কানে নয় প্রাণে গিয়ে মোর বাজে।
তাইতো গো আমি দাঁড়াতে পারি না এক ক্ষণ কোনোখানে,
তাই তো গো আমি নিশিদিন ধ'রে ছুটে চলি তাঁর পানে।
প্রাণ প্রাণ প্রাণ প্রাণ ব'লে আমি তাহারে ধরিব বুকে,
প্রাণে প্রাণে আমি প্রাণ হয়ে যাব, রহিব প্রাণের সুখে।
সেইনা সুখের মুখটি চাহিয়া দিবস আমার যায়।
আমার মাঝে যে আছে মোর তরে তারে কবে পাব হায়।

আমার তরে সে জগৎ সাজাল, জগৎ সাজিল নিজে।
আমা হতে দূরে সেই আপনার এক ক্ষণ থাকেনি যে।
ওই যে আমার পরাণের প্রিয় হাতখানি ধ'রে টানে,
নিয়ে চ'লে যায় তাহার পথেতে কোনো বাধা নাহি মানে।
জানা হতে জানা, আরো বেশী জানা তার পানে যায় নিয়া।
আলো হতে আলো, আরো আরো আলো দেয় সে যে দেখাইয়া।

সে কি গো আমার আজিকার বঁধু! সে যে চিরকাল ছিল।
দুখ বল আর সুখ বল মোরে সে-ই চিরকাল দিল।
চিরকাল মোর সাথে রবে সে যে তাহারি আভাস পাই।
আমার বলিতে আপন বলিতে আর তো কেহই নাই।

আকাশে বাতাসে নিশাসে প্রশাসে সে যে আছে আছে আছে।
দিবসে রাতিতে এ অবোধ আমি রই সে তাহারি কাছে।
সমুখে পিছনে, বামেতে দখিনে, উপরে নীচেতে আর
শুধু সেই জন যে-জন জীবনে সহজেই আপনার।
সকল থাকার ভিতরে তাহার সহজ প্রকাশ ফোটে।
স্তবকে স্তবকে ঝলকে ঝলকে তার থাকা জ্ব'লে ওঠে।
সে যে আছে আছে, সেই শুধু আছে, আর তো কেহই নাই।
তাহার থাকার বালাই লইয়া যাই গো মরিয়া যাই।

প্রণাম করিব কি বুকে ধরিব তাহারে জানিনে আমি।
সে জন আমার জীবন দেবতা সে জন আমার স্বামী।
এই যে আমার প্রাণের চেতনা এই তো তাহার সাড়া।
আমার জীবনে আমার জগতে তাহার প্রাণের ধারা।
এই যে আমার ভাবনা বাসনা এতে কার জাগরণ !
চিত্তে বাহিরে আমার কাছেতে ওই কার আগমন !
আমার চিত্ত আমার পরাণ আমার সত্য প্রভু—
যুগে যুগান্তে জনমে মরণে আমারে ভোলে না কভু।

আমি কি তাহারে ভুলিয়াছিলাম আমার ভ্রমণ মাঝে ?
আমি কি তাহারে দূরে রেখেছিনু আমার সকল কাজে ?
তাই হবে—আমি ভুলে গিয়েছিনু আমার আপন জনে।
কিন্তু কেমনে ভুলিয়া গেলাম সেই কথা ভাবি মনে।

হৃদয়খানিরে আপনি ভুলিনু এ মোর কেমন ভুল।
যাহার কারণে সকল দেখিনু দেখিনিকো সেই মূল।
ফিরে না দেখিনু আপনার পানে—দেখিনু সকল পানে—
সেই ভুল মোর সংসার হয়ে বিঁধিল আমার প্রাণে।
ভুল সেজে বঁধু বসেছিল পাশে, হাসিল কি টিপে মুখ।
বঁধুরে যে আমি বঁধু বলি নাই সেই তো মরমদুখ।
তাহারে ডাকি না, আঁখিতে রাখিনা, জড়ায়ে ধরি না তায়।
সব চুম্বন হইল বিফল তাহারে না লভি' হায়।
ভাল ক'রে আমি কথাটা বলিনি কখনো তাহার সাথে,
হাসিমুখে তবু ব'সে রয় বঁধু মোর কাছে দিনে রাতে।

আমি যে তাহারে দূরে রেখেছিনু সেও লুকোচুরি তারি।
বুকে পেতে চাই এও যে তাহারি—যাই লীলা বলিহারি।
মোর ভুলে যাওয়া, মোর পথ চাওয়া সবি যে তাহার খেলা—
সেই কথাখানি উজল হইবে এল বুঝি তার বেলা।
কোথা জাগরণ, তবু প্রাণমন জাগে তারি লাগি জাগে।
তাহারি বেদনা শত দুখ হয়ে আমার পরাণে লাগে।
আহা সেই দুখ জাগিয়া থাকুক জীবন জীবন ধরি'।
সেই দুখ মোর সব চেয়ে সুখ ছোট এই বুক ভরি।

তোমারি তোমারি তোমারি লাগিয়া বসিয়া রহিব আমি
যাহা কিছু মোর সকল তোমার চরণে সঁপিতে স্বামী।

বেদনা আমায় জানাইয়া দিবে তুমি আপনার কত।
ব্যথায় বুঝিব কেহই আমার নাহিক তোমার মত।
তুমি যে আমার পরম শরণ মরমমোহন বঁধু,
বাঁচিয়া থাকার রসটি যে তুমি—তুমি যে হিয়ার মধু—
এ কথা আমার জীবনে জাগিবে বেদনার গানে গানে,
ব্যথা হয়ে তুমি ব্যথাহারী ওগো ফুটিবে আমার প্রাণে।
আমার লাগিয়া তোমার বেদনা বাজিতেছে অনুখন—
সে বেদনা মোর বেদনা হউক এই মোর নিবেদন।

হৃদয়ে রয়েছ, হৃদয় হয়েছ কত শত যুগ ধরি—
এত কাছে থেকে তবু দূরে যাও বলহ কেমন করি।
যে আমার সব, যে ছাড়া আমার কোথাও কিছুই নাই
সে কি চ'লে যায়? কেমনে সে যায়? তাহারে কোথায় পাই?

হৃদয়ে থাকিয়া নিদয় হইল রহিল অনেক দূরে,
হৃদয়ে রাখিয়া ফিরিছে ডাকিয়া ব্যথার বাঁশরী সুরে।
সহজেই কাছে জাগে যেই জন যদি দূরে বাস তার
তাহার আমার মাঝের বিরহ কেমনে হইব পার।
সে বিরহ পার হয়ে কি বা কাজ? থাকুক বিরহ প্রাণে।
অতি অপরূপ গভীর স্মরণ সে বিরহ বয়ে আনে।
মরমে মরমে গভীর মরমে বিরহের সুর বাজে।
প্রাণের অতল তলেতে আহা গো বিরহে মিলন রাজে।

স্বভাব

কখনো মিলন কখনো বিরহ সাজিল হৃদয়খানি,
যে বেশেতে আস হৃদয় আমার তোমারে যেন গো মানি।
মিলনে বিরহে সুখে আর দুখে তোমারে যেন গো ধরি।
তোমারে প্রণাম তোমারে প্রণাম তোমারে প্রণাম করি।

জীবন সত্য

আর কিছু নয় আজিকে পরাণ সহজ হইতে চায়।
তাইতো সে আজি উছলি কেবল জীবনের গান গায়।
স্বরগ নরক থাকে যদি র'ক, দূরের ধারি না ধার।
যে জীবন মোর হাতের কাছেতে কহিব কথাটি তার।
যে জীবনে আমি নিতি করি বাস তাহাই আমার ঠাঁই।
তার চেয়ে খাঁটী, তার চেয়ে সার আর তো আমার নাই।
তাহারি উপরে ভর ক'রে আমি নিত্য চলেছি ভেসে,
তাহারেই আমি জড়াইয়া ধরি কভু কেঁদে কভু হেসে।
কভু কালি মেখে আসে মোর কাছে, কভু বা উজল মুখে,
সে যে গো আমার নিত্য সঙ্গী সব সুখে সব দুখে।
দিনের আলোয় বিচিত্র রঙে কভু তার আগমন,
কভু বা নিশীথে রাতের আঁধারে করে কথা গুঞ্জন।

জীবন আমার জীবন আমার—আমার জীবনখানি,
জেনে বা না জেনে আমি যে বন্ধু তোমারেই শুধু মানি।

স্বভাব

যা কিছু যেখানে জাগিয়া উঠিছে সকল তোমারি ঢঙ,
মাঝখানে এক স্বভাবচেতনা তারি পরে নানা রঙ।
আমার জীবনে আমি বাস করি আমাতে জীবন আছে।
জীবন সত্য হইতে সত্য নাহি কিছু মম কাছে।
আমিই জীবন, জীবন যে আমি। জীবন হইতে তাই
স'রে চ'লে যাওয়া আন কোনোখানে জীবনে আমার নাই।

তবু তো আমার জীবনের মাঝে গোপনে কি যেন আছে।
জানি তারে জানি, তবু তো জানি না, ফিরি তার পাছে পাছে।
তাহারি প্রেমেতে বাঁধা প'ড়ে আছি সারাটি জীবন ধ'রে।
চলেছি যে আমি মরমে করমে তারি পূজা ক'রে ক'রে।
জীবন আমার, সত্য আমার, আমার পরাণখানি।
তোমারে যে আমি সকলের চেয়ে আপন বলিয়া জানি।
তুমি যে সহজ, তুমি যে স্বভাব, তুমি যে চেতনা মম।
তুমি মোর প্রেম, তুমি মোর চাওয়া, তুমি আত্মীয়তম।
আমার যা কিছু তোমারি মাঝারে, অন্য কোথাও নাই।
যাহা পাই আমি বাহিরে ভিতরে তোমারি আলোতে পাই।

জীবন-বাহিরে ভুবনে যা কিছু কল্পনাচোখে ফোটে—
সে সব যে মোর বাহিরেতে থাকে আপন নহেকো মোটে।
জীবনেতে যত রহিবে গো তারা জঞ্জাল হয়ে রবে,
জীবন বলিয়া জানিতে পারিলে তবে না জীবন হবে।

যা কিছু আসিছে, যা কিছু ভাসিছে জীবন বলিয়া জানা,
আমা হতে দূরে কোনো কিছু নাই এই কথাটিকে আনা।
আমার জীবন আমার বিলাস বলিয়া না জানি যারে
সংসার শিখা হয়ে আসে তাহা, আমারে পোড়ায়ে মারে।
সত্য বলিতে জীবন ছাড়া যে অন্য কিছুই নাই।
'আন কিছু'—এই কথাটাও আমি জীবনেরি মাঝে পাই।
দূরে আর কাছে, হয়ে গেছে যাহা, আর যাহা কিছু হবে
ভাবনার মাঝে বাস করে তারা, অন্য কোথায় রবে ?
তাই তো ভুবন জীবন-লহর-মালা ছাড়া কিছু নয়।
তাই তো জীবনে দেবতা করেছি করিতে জীবন জয়।
জীবনখানিরে সত্য করিয়া জানা যদি মোর ঘটে
তখন দেখিব ভয় পাইবার নাই কিছু এতে বটে।
তাহার কারণ, জীবনের মাঝে নাই কিছু পর ব'লে,
জীবনের মাঝে জেগে থাকা—থাকা আপন জনার কোলে।
তাইতো গো আমি সকল চুকায়ে জীবনে করেছি সার,
আমার জীবনে জীবনের মত নাহিকো কেহই আর।
বেদবেদান্ত-মন্থনকরা অমৃত জীবনবঁধু।
জীবনে চিনিলে জীবনের মাঝে রয়ে যায় শুধু মধু।
জীবন আমার পরম তীর্থ পবিত্র দেবালয়,
মোর জাগ্রত ভগবান ওই জীবনেরি মাঝে রয়।
জীবনের মাঝে গুরুর আসন স্নেহ-সহস্রধারা।
জীবন হইতে উছলি আমারে করিছে আত্মহারা।

আপনা আপনি এ জীবনখানি চাহিছে পূর্ণ হ'তে।
আপনা আপনি জীবন চাহিছে ভাসিতে শান্তিস্রোতে।
আপনা আপনি জীবন চাহিছে জ্ঞানের চরম সীমা।
আপনি জীবন খুঁজিয়া ফিরিছে আপনার মধুরিমা।
জীবন ছাড়া তো কিছু নাই আর, কোথায় খুঁজিবে কারে!
জীবন কেবল কাঁদিয়া মাগিছে আপন পূর্ণতারে।
আপনার হ'তে আপনার মাঝে তাহার অগ্রগতি।
তাহার পাথেয় তার সুখদুখ, তার লাভ তার ক্ষতি।

জীবনের মাঝে যাহা ওঠে জাগি তাহা ছাড়া তার নাই।
জীবন দিয়াই জীবনের পূজা করিতে হইবে তাই।
যাহা কিছু মোর সত্য হইয়া জীবনে উঠিছে ফুটি
তাহাদের ছাড়ি পূজাফুল লাগি কোথায় যাইব ছুটি।
জীবনে ভুলিয়া কল্পনা দিয়া যদি গড়ি উপচার—
সহজ সত্যে চাপা দিয়া দেবে ব্যর্থ মিথ্যাভার।
জীবনের মাঝে যা কিছু আমার সত্য হইয়া রাজে
সত্য ব'লেই অধিকার তার লাগিতে পূজার কাজে।
সত্য ব'লেই জীবনবিকাশে আছে তার প্রয়োজন।
সত্যে কিনিতে সত্যের মত নাহি আর কোনো ধন।
যেটা গ'ড়ে তুলি কল্পনা দিয়া জাগ্রত নয় যাহা,
জীবন বলিয়া যাহারে চিনি না কাজে লাগিবে না তাহা।

কল্পনাঘোরে বাস করা তাই হউক বিগত দূরে।
ভরিব আমারে আজি সত্যের সহজ সত্য সুরে।
সত্য জীবনে সত্য লইয়া পড়িয়া থাকিব আমি,
সত্য আমার পরমাত্মীয়, সত্য আমার স্বামী।
সত্য ব'লেই জীবন আমার জীবন হয়েছে ওই,
সত্যে লইয়া রহিব বলিয়া জীবনের মাঝে রই।
জীবন-সত্য নিত্য নতুন হইয়া জীবনে ফোটে।
জীবনে সত্য বলিয়া জানিলে ভাবনা রহে না মোটে।

জীবনচেতনা মাঝে জাগে যাহা তাহার কি দিব ফেলে?
ফেলিবার নাই, দেখিবার আছে বুঝিবার আঁখি মেলে।
যাহা কিছু আছে যেখানে গো এই সত্য ভুবন মাঝে
জীবন বলিয়া সহজ করিলে সকলি লাগিবে কাজে।
তাই তো গো আমি আপনার সাথে করিব না লুকোলুকি।
যা কিছু আমার জীবনে সত্য হব তার মুখোমুখি।
কাম ক্রোধ লোভ ঈর্ষ্যা হিংসা জীবন যা কিছু আনে
সকলেরে আমি বসাইব পাশে তাকাইব মুখপানে।
কহিব, জীবন, তোমারে চিনেছি ছলনা ক'রো না আর।
কহিব, তোমরা বিবিধ ভঙ্গী এক মহাচেতনার।
যাহার বুকেতে বিশ্ববিলাস তাহাতে সজাগ রব,
যে জীবন ফোটে নিখিল হইয়া তাহারি পূজারী হব।

যা দিয়া হয়েছে সকল রচনা তাহারে রাখিয়া দূরে
গণ্ডী বাঁধিয়া কল্পনা নিয়া কেন বেড়াইব ঘুরে?
আপনার সেই সত্যের পানে তাকাইয়া রব আমি।
হেরিব আমারে ধ'রে আছে সেই জীবন-সত্য-স্বামী।

আসুক লহর, আসুক গণ্ডী—কব আমি হাতে ধরি'—
'জীবনচেতনা এল এই বেশে অপরূপ মরি মরি।'
সত্য জীবনচেতনা আমার ঢেউ খেলে ওঠে নিতি—
সেই একে পেয়ে আপনার মাঝে ঘুচিবে সকল ভীতি।
জীবন আমার, জীবনে আমার তুমি ছাড়া কেবা আছে?
এবার তোমারে মানিয়া যে আমি রহিব তোমার কাছে।
শত সহস্র চুম্বন দিয়ে বুকের মাঝারে ধরি
জীবন দেবতা এবার তোমারে রাখিব পরাণ করি।

ওগো আমার

ওগো আমার সুখের আশা,
ওগো আমার সুখের আলো,
ওগো আমার ভালবাসা,
ওগো আমার সকল-ভাল।

ওগো আমার জীবন-জ্যোতি,
ওগো আমার হিয়ার মধু,
ওগো আমার পরম পতি,
ওগো আমার প্রাণের বঁধু।

ওগো আমার প্রেমের ঠাকুর,
ওগো আমার প্রিয়তম,
ওগো নিকট ওগো সুদূর,
সকল কিছু তুমিই মম।

অযতনের তুমি রতন,
যতন-করা অতি আপন।
কে আর আমায় তোমার মতন
ভালবাসে সারাটি ক্ষণ।

কে আর বল তোমার মত
রইল আমার কাছে কাছে।
তোমার মত অবিরত
কে ফেরে মোর পাছে পাছে।

তোমার মত কে আর বল
তাকিয়ে থাকে আমার পানে।
নয়ন কাহার ছল ছল
বাজলে ব্যথা আমার প্রাণে।

স্বভাব

তুমি আমার হৃদয়-ভরা,
তুমি আমার সকল-ভরা।
তুমি জীবন পূর্ণ করা।
তুমি সকল শূন্যহরা।

সমস্ত এই ভুবনপুরে
যেখানে যা দেখছি ফাঁকি
সকল ফাঁকির আসন জুড়ে
বসতে তোমার নেইকো বাকি।

ফাঁকির মাঝে, শূন্য মাঝে,
অলীক মাঝে আসল তুমি,
ক্ষণিক মাঝে ওই বিরাজে
কেবল তোমার অচল ভূমি।

তোমার আঁধার তোমার আলো,
তোমার মাটী তোমার আকাশ,
তোমার মন্দ তোমার ভাল,
তোমার আড়াল তোমার প্রকাশ।

সাজলে তুমি নানান বেশে,
বাজলে তুমি নানান রাগে,
রাজলে তুমি কতই ছাঁদে
আপন প্রাণের অনুরাগে।

স্বভাব

আদি তুমি মধ্য তুমি,
অন্ত তুমি হে অনন্ত।
ভবন তুমি ভুবন তুমি,
জীবন তুমি হে জীবন্ত।

শক্তি তুমি ভক্তি তুমি,
ভুক্তি মুক্তি তোমার ভঙ্গী।
নিত্য নূতন তরঙ্গেতে
রঙ্গ তোমার ওগো রঙ্গী।

চিরকালের প্রাচীন পুরুষ
যুগে যুগে জাগছ একা।
কিন্তু নিতুই তুমি আবার
নতুন বেশে দিচ্ছ দেখা।

নিতি নিতি নতুন ঢঙে
বন্ধু তোমার যাওয়া আসা।
নিতি নিতি নতুন রঙে
রাঙাও প্রাণের ভালবাসা।

নিতি তুমি নতুন সুরে
ভুবন পুরে বাজাও বাঁশী।
ওগো তোমার বিশ্ব জুড়ে
নিত্য নতুন কান্না হাসি।

নতুন প্রীতি ঢালছ নিতি—
নতুন ছাঁদের আদর করা।
নিত্য কর নতুন সোহাগ—
নতুন ভাবে জড়িয়ে ধরা।

নবীন চির-নবীন ওগো,
নিত্য নতুন প্রেমে ফোটো,
নতুন প্রাণে নিত্য জাগো,
নতুন বেগে নিত্য ছোটো।

ওই যে তোমার যৌবনেতে
জাগছে আবেগ, আসছে জোয়ার।
সকল কালে সবখানেতে
নবীন এ কি মূর্তি তোমার!

তরুণ তোমার এগিয়ে চলায়
অরুণ পায়ের পরশ লাগে।
পুরোণো যা সকল পালায়
আলোয় যেমন আঁধার ভাগে।

এগিয়ে চলা শুধু তোমার,
এগিয়ে চলা সমুখপানে।
—কোনো বাধা কোনো আঁধার
মানব নাকো কোনোখানে।

ভাঙো প্রাচীর, কাটো পাহাড়,
ঘোচাও আড়াল, এগিয়ে চল।
ওই যে রে ডাক শুনছি কাহার,
কেন ব'সে রইব বল?

নবীন জাগে তরুণ জাগে,
পরাণ জাগে হৃদয় জাগে।
জীবন জাগে, নিদ্রা ভাগে,
নয়নে মোর আলোক লাগে।

নবীন তুমি মধুর কেন
বলব তোমার কানে কানে?
কেন মনোহরণ হেন
রূপে রসে গন্ধে গানে?

নানান কালে নানান দেশে
যতই ফোটাও নানান বরণ,
যতই আস নতুন বেশে,
যতই ধর নতুন ধরণ—

একই তুমি ভুবন ভ'রে,
সকল প্রাণের একই ঠাকুর,
তাইতো রসের ঝরণা ঝরে,
তাইতো এত লাগে মধুর।

স্বভাব

নিত্য সত্য নবীন হ'ল
তাই তো এত মধুরতা।
ভাঙল তবু পূর্ণ র'ল
তাই তো এত গভীরতা।

সাজছ তুমি মধুর সাজে
ওগো নবীন ওগো রসিক,
টানছ আমায় পথের পরে
তোমার পাশে ওগো প্রেমিক।

বল আমার কাজ কি ঘরে
একটু কেঁদে একটু হেসে!
এবার যাব পথের পরে
নবীন তোমায় ভালবেসে।

পথের পরে আকাশ তলে
আলোর বুকে তোমায় পাব,
কান্নাহাসি বন্যা জলে
তোমায় আমায় ভেসে যাব।

ওগো আমার স্বজন পুরুষ,
ওগো আমার বন্ধু প্রিয়,
ওগো আমার মনের মানুষ,
ওগো নিকট হে আত্মীয়।

স্বভাব

তোমার সাথেই থাকব প্রভু—
থাকব আমার দিবসরাতে,
যত আমার কথা প্রভু
কইব সে সব তোমার সাথে।

যত আমার আছে গো গান
তোমার কাছেই গাইব আমি।
যত আমার আছে গো প্রাণ
তোমারে সব দেব স্বামী।

যত আমার ব্যথা আছে
তোমার পায়ে দেব ঢালি,
থাকব যত তোমার কাছে
ঘুচবে তত মনের কালি।

ওগো আমার ঘুমের আবেশ,
ওগো আমার সুখের স্বপন,
আমার অশেষ আমার বিশেষ,
আমার চেয়ে আমার আপন।

তুমি আমার আমি তোমার,
তোমার ওগো আমার সকল,
তোমার ব'লেই সকল কিছু
আমার ওগো আমার কেবল।

স্বভাব

তোমার আলো তোমার ভাল
ছড়িয়ে আছে ভুবন ভরি,
তোমায় প্রণাম সবায় প্রণাম,
প্রণাম শুধু প্রণাম করি।

ওই যে গাছের ফুলে ফুলে
ফুটল বন্ধু তোমার হাসি।
নদীর জলে উঠল দুলে
ওগো তোমার স্নেহরাশি।

ওই তপনের কিরণ হ'য়ে
তোমার আলো আসছে নেমে,
কাঁপছে পাতা ওই যে বায়ে
কাঁপছে ও যে তোমার প্রেমে।

এল বাদল ওই আকাশে,
চারিদিকে নামল কালো—
কী মাধুরী ওই প্রকাশে,
সাজলে ভাল সাজলে ভাল।

কড়্ কড়্ কড়্ বাজল যে বাজ
তোমার বাণী বাজল যে তায়,
"জাগো রে প্রাণ জাগো রে আজ,
জেগে বন্ধু দেখ আমায়।"

ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝরল ধারা
ঝরলে তুমি নামলে তুমি,
সিক্ত হ'ল স্নিগ্ধ হ'ল
তোমার প্রেমে তোমার ভূমি।

ওই যে ছুটে আসছে বাতাস
আসছে নিয়ে তোমার পরশ,
ওই যে মধুর সুনীল আকাশ
জাগছে তাতে তোমার হরষ।

সুন্দর সুশ্যামল ক্ষেতে
মন যে আমার চলল ছুটে,
তোমার আলো তোমায় পেতে
সেথা বন্ধু পড়ছে লুটে।

তোমার আলো তোমার হাসি
ভুবন ভ'রে ভুবন ভ'রে।
বাজল ভাল তোমার বাঁশী
সারা দিবারাত্রি ধ'রে।

আছে আছে আঁধার আছে,
আছে দুঃখ আছে ব্যথা।
কিন্তু প্রভু তুমি আছ—
এই তো সবার বড় কথা।

স্বভাব

ক্ষুধা আছে তৃষ্ণা আছে,
বিঘ্ন আছে, আছে শিকল—
তুমিই আছ তুমিই আছ,
তোমার বুকে থাকনা সকল।

তোমারি রূপ তোমারি নাম
ছড়িয়ে আছে ভুবন ভরি।
তোমায় প্রণাম সবায় প্রণাম,
প্রণাম শুধু প্রণাম করি।

যে বেশেতেই আস আপন
মুখটি তোমার চিনতে দিও।
দিতে আমার যা রয় বাকি
ঠাকুর তুমি কেড়ে নিও।

আমার প্রাণে প্রাণ হয়ে গো
প্রাণের ঠাকুর নিত্য থাক,
তোমার মহান প্রাণ সায়রে
আমার প্রাণে নিত্য রাখ।

হৃদয় হ'য়ে রইলে বুকে
ওগো আমার হৃদয়-রাজা।
সুখের সাজে দুখের সাজে
তোমারি তো নিত্য সাজা।

স্বভাব

ওগো বন্ধু, হৃদয় ওগো,
শুধু আমি শুধাই তোমায়—
তোমার বুকে রাখবে কি গো
হৃদয় ক'রে নিত্য আমায়?

বুকে তোমার প্রাণে তোমার
নিত্যকালে ঠাঁই যে মম,
প্রেমে তোমার উঠনু ফুটে
ওগো ঠাকুর সহজতম।

কবিতাটি কবির মনে
যেমন ক'রে ওঠে জাগি
তেমন ক'রে তোমার মনে
জেগেছি হে অনুরাগী।

বন্ধু তুমি আপন প্রেমে
উঠলে কেঁপে আবেগ ভরে,
ব্যাকুল হয়ে উঠলে ওগো
আপনারেই পাবার তরে।

তুমি আমি হলাম দুজন
সে প্রেমে রূপ দিবার লাগি,
সেই প্রেমেরেই রূপ দিতে যে
বিশ্ব আমার উঠল জাগি।

যাত্রা আমার হ'ল শুরু
বন্ধু তোমার সন্ধানেতে—
আঘাত পেলাম কত শত
পড়নু কত বন্ধনেতে।

তবু আমি চলছি ছুটে
পরাণ প্রিয় তোমার পানে—
কেবল ছুটে এগিয়ে চলি
দাঁড়াইনাকো কোনোখানে।

কোথায় শান্তি? তৃপ্তি কোথায়?
কেমন ক'রে থাকব সুখে?
কোনখানেতে গেলে পরে
দুঃখ আমার যাবে চুকে?

কেবল চলা এগিয়ে চলা।
চলার তালে হৃদয় বিকাশ।
চলার তালে জীবন জাগে,
চলার তালে জ্ঞানের প্রকাশ।

শান্তি খোঁজা তৃপ্তি খোঁজা
তোমায় খোঁজা আর না কিছু,
সুখের পিছে ধাওয়া বন্ধু
ধাওয়া শুধু তোমার পিছু।

৬

স্বভাব

আপনারে আড়াল রেখে
রইলে আমার সাথে সাথে।
জাগছে হৃদয়, ভাগছে আঁধার
প্রভু তোমার দৃষ্টিপাতে।

ওগো শান্তি ওগো তৃপ্তি,
ওগো বন্ধু সুখ-স্বরূপ,
চোখের কাছে ওগো সরূপ
প্রাণের মাঝে ওগো অরূপ।

ওগো আমার তরীর মাঝি,
ওগো চালক ওগো পালক,
ওগো আমার নিবিড় আঁধার
ওগো আমার আলোর ঝলক।

তোমার থাকা সহজ থাকা
তোমার থাকা কেবল থাকা।
কোনো কালেই কোনো খানেই
তোমার থাকা যায় না ঢাকা।

আপনাতে আপনি থাক
ওগো প্রভু রাজাধিরাজ,
সকল কিছু বুকে নিয়ে
পূর্ণ তুমি কর বিরাজ।

স্বভাব

তোমার থাকাই ঝলমলিয়ে
উঠল যে ওই হয়ে নানা।
তুমি যে জ্ঞান তাই তো প্রভু
যা কিছু সব যাচ্ছে জানা।

যাহা কিছু যেথায় থাকে
তোমার থাকাই দেয় দেখিয়ে,
যাহা কিছু ঘটছে যেথায়
তোমায় নিয়ে তোমায় নিয়ে।

ভুবন ভ'রে এমন ক'রে—
রইলে আহা বন্ধু মম।
এত কাছে মনের মাঝে
মিলন তোমার মনোরম।

কতকালের তিয়াস মম
কোথায় সহজ কোথায় আপন,
ছুটো আমার প্রাণের কথা
তোমার সাথে কইব স্বজন।

তুমি যে মোর মনের মানুষ,
প্রাণের ব্যথা তুমি আমার।
তুমি যে মোর গলার মালা,
পুলক তুমি আমার হিয়ার।

আমার কাছে আমার পাশে,
আমার মাঝে তোমার আসন,
আমার সুখে আমার দুখে,
আমার বুকে তোমার বেদন।

আমার গানে আমার ধ্যানে
আমার প্রাণে তোমার প্রীতি।
সকাল সাঁঝে সকল কাজে
আমার কাছে আসছ নিতি।

ওই যে এলে কেগো এলে তুমি,
এলে কি মোর পরম প্রেমের ঠাকুর।
তোমার দুটি রাঙা চরণ চুমি—
আরো কাছে এগিয়ে এস মধুর।

এস এস এগিয়ে এস বঁধু,
আরো কাছে এগিয়ে এস চপল।
জীবন আমার তোমায় খোঁজে শুধু
তোমায় পেলেই জীবনখানি সফল।

ওগো প্রভু এই কথাটি তব
অনেক বেশী জানা আমার চেয়ে।
এস এস পায়ের কাছে রব
ওগো আমার জীবনতরীর নেয়ে।

স্বভাব

আপন গুণে আপনি যদি আস
তবেই প্রভু হবে তোমার আসা।
যদি অকারণেই ভালবাস
পাব আমি তোমার ভালবাসা।

অকারণেই ঢালছ প্রেমের ধারা
আড়াল থেকে যুগযুগান্ত ধরি,
এবারে দাও বাহুর মাঝে ধরা—
প্রভু তোমায় এই মিনতি করি।

পরশ কর আমায় প্রিয়তম,
পরশ কর তোমার কমল করে,
পরশ পেয়ে নীরস জীবন মম
হরষেতে উঠুক আজি ভ'রে।

পরশ কর আমায় ওগো মধুর,
ওগো আমার অকলঙ্ক চাঁদ,
অঙ্গ ছুঁয়ে আমার পরাণ বঁধুর
যাক না মিটে সকল ছোঁয়ার সাধ।

পাশে বস, তোমার সাথে আমার
হবে বন্ধু প্রাণের যত কথা।
প্রিয় ওগো তোমায় পেয়ে আমার
ঘুচে যাবে সকল মরম ব্যথা।

স্বভাব

ওগো বঁধু তোমার পায়ে ধরি
থাক থাক আমার কাছে থাক,
বঁধু আমি এই মিনতি করি
মোর নয়নে নয়ন তোমার রাখ।

সোনা আমার মাণিক তুমি আমার,
রতন আমার, আমার মাথার মণি,
নিত্য তুমি আমার সুখের পাথার,
তুমি আমার সকল রসের খনি।

ওগো প্রিয় নৃত্য তোমার চলুক
নিত্য আমার চিত্তে মহোল্লাসে,
হৃদয় আমার তোমার গানে গলুক
উঠুক লহর নব নবোচ্ছ্বাসে।

তোমায় নিয়ে আমার বুকের মাঝে
তোমার বিশ্বে করব আসা যাওয়া,
যেথায় যাব—যাব তোমার কাছে,
যত পাব তোমায় শুধু পাওয়া।

বুকের পরে ওই রতনে রাখি,
বুক ফুলিয়ে চলব আমি ভবে।
সুখে থাকি কিংবা দুখে থাকি
হৃদয় আমার আনন্দিত রবে।

স্বভাব

আগল দেওয়া ছিল যত কথা
তোমায় পেয়ে সকল পাবে ছাড়া।
যত ক্লান্তি, যত মরমব্যথা
তোমায় পেয়ে মধুর হবে তারা।

মাতা তুমি পিতা তুমি মম,
প্রভু তুমি বন্ধু সখা ভাই।
মোর জীবনে ওগো তোমার সম
এমনতর আপন কেহ নাই।

তোমার নিয়ে সহজ আমার হাসি,
তোমায় নিয়ে সহজ আমার কাঁদা,
তোমায় আমায় ভালবাসাবাসি
একেবারে সহজ সুরে সাধা।

মাকে দেখ

মাকে দেখ্ মাকে দেখ্ ওরে মন দেখ্ মাকে।
মাকে ছেড়ে দিবানিশি ও মন দেখিস কাকে?
মা ছেড়ে বিষয়রূপে যা দেখিবি ওরে মন,
সব ফাঁকি সব ফাঁকি ভেবে দেখ কথা শোন্।

ইন্দ্রিয়ের যা বিষয় এই আছে এই নাই,
আঁকড়ি ধরিস না রে যদি তোর শান্তি চাই।
খণ্ডকে ধরিবি তুই—পণ্ড হবে কাজ তোর।
খণ্ড নিয়ে কেন তুই হইয়া রহিলি ভোর?
যেই না খণ্ডকে তুই লইলি ইন্দ্রিয়দ্বারে
আপনি হইলি খণ্ড এটা কি বুঝিস না রে?
খণ্ড ভাব ছেড়ে দিয়ে অখণ্ডেতে চ'লে আয়।
যে সুখ চাহিস মন খণ্ডেতে পাবি না তায়।
খণ্ড ডাক দিয়ে বলে, নাই নাই নাই নাই।
খণ্ড ভাবে কান্না শুধু, চাই চাই চাই চাই।
খণ্ড ভাবে যা দেখিবি বেঠিক দেখিবি তারে,
খণ্ড ভাবে যা বুঝিবি ভুল বোঝা একেবারে।
খণ্ড ভাবে প'ড়ে থাকা—মিথ্যাচার আছে তাতে।
খণ্ডকে ধরিলে দণ্ড পেতে হয় হাতে হাতে।
অনন্ত অখণ্ড বস্তু তাই তো আশ্রয় ভাল।
দেখিতে অখণ্ড বস্তু জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালো।

দেখ্ মাকে দেখ্ মাকে—অনন্ত অখণ্ড যিনি।
অন্তরেতে বাহিরেতে এই পরিপূর্ণ তিনি।
খণ্ড বস্তু যত আছে সব আছে তাঁর কোলে।
পরিপূর্ণ সিন্ধু মাঝে খণ্ডের লহর দোলে।

স্বভাব

রূপ রস গন্ধ শব্দ পরশ আছে যত
মাতৃবক্ষ হতে তারা ফুটে ওঠে অবিরত।
এই ফুটে ওঠে—পুন বিলীন হইয়া যায়।
যাহা যায় কভু তাহা ফিরিতে জানে না হায়।
সত্তার সাগর মাঝে অজস্র তরঙ্গ ওঠে।
ক্ষণে ক্ষণে নব বস্তু নব নব ভাব ফোটে।
তরঙ্গে তরঙ্গে রঙ্গ করেন সে একজন।
তাঁহারে প্রণাম কর্, তাঁকে দেখ্ ওরে মন।
অনন্ত ভুবন মাঝে অন্য কিছু আর নাহি।
শুধু দেবী মহাশক্তি, ওরে মন দেখ্ চাহি।

মায়ের চৈতন্য দিয়ে বস্তু গড়া ভাব গড়া।
মায়ের অনন্ত রাজ্য কেবল মায়েতে ভরা।
আদিতে মধ্যেতে অন্তে শুধু মাতৃসত্তা জাগে।
আপনি স্পন্দিত মা যে আপনার অনুরাগে।
বস্তুতে বস্তুতে সেই দেবী যে রে উঁকি মারে।
ও মন মায়েরে দেখ্, আর বা দেখিস কারে ?
বস্তুতে বস্তুতে ওই কে গো জাগে, জাগে কে গো ?
নিত্য বস্তু মা যে জাগে, তারে বুকে তুলে নে গো।
অখিল পদার্থ মাঝে কোন রাজা বিরাজিত ?
অখিল অনিত্য মাঝে কে গো ওই নিত্য স্থিত ?

অনন্ত লহর খেলে—এই আসে, এই যায়।
কার বুকে ও লহর দেখ রে দেখ রে তায়।
অমর আসন কার সব ঘটনার তলে ?
সকল প্রকাশ মাঝে কাহার প্রকাশ জ্বলে ?
তারে দেখ্ তারে ধর্ তারে বোঝ্ ওরে মন।
তাহারে গ্রহণ কর্—সেই তো পরম ধন।
তাহারে বরণ কর্—সেই তো রে চিরসাথী।
তাহারি সঙ্গেতে থাক ওরে তুই দিবারাতি।
আয়ত নয়ন মেলে এই তো রে মা আমার।
ওরে মন দে নয়ন সদাই নয়নে তার।
ওরে তুই মা মা বল্ প্রাণ দিয়ে তার প্রাণে।
হোক নাম অবিরাম সঞ্চারিত সর্বখানে।
ধ্বনিতে অস্তিত্বে তোর হয়ে যাক মেলা মেশা।
মাকে নিয়ে মন তোর জমুক গভীর নেশা।

মা-ই আছে

কি লয়ে আছিস মন কি লয়ে আছিস ওরে !
কি দেখিস চারিদিকে সারাটি জীবন ভ'রে !
হাসি খেলা গল্প মাঝে দিন যে চলিয়া যায়।
তাঁহার আশ্রয় নিতে বিলম্ব কিসের হায় ?

কেন রে আছিস ব'সে, কিসের জড়তা তোর?
জয় মা জয় মা ব'লে ভেঙে ফেল মোহ ঘোর।
মাকে দেখ্, মাকে শোন্, মাকে তুই স্পর্শ কর্।
অন্তরে বাহিরে তুই মাকে জড়াইয়া ধর্।
মা ছাড়া ভুবন মাঝে নাহি কিছু, নাহি কেউ।
মায়ের সাগর মাঝে চলিছে মায়ের ঢেউ।
বিচিত্র ভঙ্গীতে মন সঙ্গীত যেমন বাজে
মা তেমন প্রকাশিত বিশ্বের বিচিত্র সাজে।
সহস্র আলোর ফুলে আতস বাজীটি জ্বলে।
ভুবনে অজস্র ভাবে মা তেমন ঝলমলে।
যেখানে যা কিছু আছে মায়েরে প্রকাশ করে।
যা কিছু ঘটনা ঘটে সকলি মায়ের তরে।
মা হতে ঘটনা ঘটে, মায়ের মাঝেতে ঘটে।
আদি মধ্য আর অন্ত সকলি মায়েতে বটে।
যাহা আছে মা-ই আছে এ কথাটি জেনো পাকা।
জানায় বা অজানায় মায়েরেই লয়ে থাকা।

আছে আছে আছে আছে—এইটি মায়ের ধারা,
কোনোখানে কোনো কালে মা তাই হয় না হারা।
সত্য সত্য ঠিক ঠিক—মায়ের সহজ ধারা।
কভু কোনোখানে তবে মা কি হতে পারে হারা?

মা নাই—একথা যদি বলে কেহ তোর কাছে
বলিবি, 'একথা ঠিক? তা হ'লেই মা যে আছে।'
বস্তুতে বস্তুতে ওই অস্তিরূপে মা আমার।
ও মন তাহারে দেখ্, কি দেখিস তুই আর?
ছাই মাটী ইঁট কাঠ সোনা রূপা গাছপালা
কত তো দেখিলি তুই। তাতে কি মিটেছে জ্বালা?
রূপ কত রমণীর দেখেছিস রমণীয়,
কত কিছু সংসারের লেগেছে রে তোর প্রিয়,
তথাপি অতৃপ্ত তুই, তথাপি রে তোর জ্বালা,
আর কতকাল তুই হবি মন ঝালাপালা?
অনন্ত তরঙ্গ তুলে যে-বস্তুর নিত্য খেলা
সে মায়ের কাছে তুই চল্ মন এই বেলা।
আয় রে মায়ের কোলে এই বেলা চ'লে আয়,
মায়েরে না পেয়ে তোর দিনগুলি বৃথা যায়।

মায়ের শান্তির কোল, মায়ের আনন্দ কোল,
সে মায়ের কাছে যেতে মন রে দুয়ার খোল।
আগল ভাঙিয়া মন খুলিয়া দে তোর দ্বার,
আসুক জ্ঞানের আলো, পশুক পরশ মা'র।
দ্বার যে খুলিবি তুই জানিস কোথায় দ্বার?
সে দ্বার যে তোর বুকে, কোথাও নাহিক আর।

বুকের দুয়ার খুলি দেখ চেয়ে ভাল ক'রে—
কে বা তুই, কি চাহিস, কে বা আছে তোকে ধ'রে।
বুকের দুয়ার খুলি আপনারে বুঝে নে না,
আপন জনের পায়ে আপনারে দিয়ে দে না।
ও মন নয়ন মেলি তাকা আপনার পানে—
মা ছাড়া কিছু কি আর আছে তোর কোনোখানে?
সেই সত্তা সেই বোধ শুধু জাগে তোর মাঝে,
অনাদি অনন্ত সেই মহাদেবী তোতে রাজে।

আপনাতে থাক্! সত্তার স্বভাব-স্পন্দন—মায়ের উল্লাস!

ওরে মন ওরে মন আপনার দিকে তাকা।
সুন্দর সাধন এই, আপনারে নিয়ে থাকা।
চঞ্চলতা-মূর্তি মন দুঃখ পাস বারে বারে।
এ বারেতে ওরে বাপ্ কথা মোর শোন্ না রে।
আয় চলে আয় চলে তোর আপনার দিকে।
আপনার পানে তোর চেয়ে থাক্ অনিমিখে।
আপনে আপন ক'রে আপনারে নিয়ে থাক্।
আপনারে ভালবাস, আপনারে কাছে রাখ্।

থাক্‌না বিরাজমান আপনি আপনা মাঝে।
আপনার দিকে লক্ষ্য ধ'রে রাখ্‌ সর্ব কাজে।
ও মন অবোধ মন, বোধ মধ্যে বাস কর্‌।
সর্বভাবে শুধু বোধ, শুধু সেই অন্তর।
থাক্‌ উৎসে, থাক্‌ মূলে, থাক্‌ বোধে, থাক্‌ প্রাণে।
আপনাতে মগ্ন থাক্‌ সদাই সকল খানে।
সেই বস্তু হতে ভিন্ন তোর কাছে আসে যাহা।
ওরে তোর শত্রু ঘোর জানিয়া রাখিবি তাহা।
মা বলিয়া চিনে নে না প্রাণী যত বস্তু যত।
সকল শত্রুরে কর্‌ মহামিত্রে পরিণত।
সকলেই শত্রু তোর দেখিলে বিষয় ভাবে।
মা ব'লে দেখিলে পরে সব বন্ধু হয়ে যাবে।
যেই বোধ সেই আত্মা সেই সত্তা জেনে রাখ্‌।
সেই তো মা মহাশক্তি তাহার কাছেতে থাক্‌।

সত্তাতে স্পন্দন আছে, আছে তাহা স্বভাবত।
সত্তার স্পন্দনে বিশ্ব ওঠে জেগে অবিরত।
সত্তা নিজ স্পন্দনেতে সর্বদাই শক্তিময়,
তাই তো সত্তার বুকে সৃজন পালন লয়।
অপার ব্যাপার দেখ জাগিতেছে তার বুকে।
যাহা জাগে তাহা পুন তারি বুকে যায় ঢুকে।

অনন্ত শক্তির খেলা তাহারি মাঝেতে ঘটে।
যেখানেতে যত শক্তি সব শক্তি তারি বটে।
তাই সে আশ্চর্য সত্তা ধরে মহাশক্তি নাম।
আপনা লইয়া খেলা করিতেছে অবিরাম।
তাঁহাতে প্রকাশ আছে, তিনি বোধ-স্বরূপিণী।
তাঁহাতে আনন্দ আছে, আনন্দরূপিণী তিনি।
তাঁহারি প্রকাশ লয়ে সব কিছু প্রকাশিত।
যেখানে যা কিছু সেই মহাবোধে প্রতিষ্ঠিত।
যত সুখ আছে বিশ্বে তাঁহার আনন্দাভাস।
খণ্ড ভাব স'রে গেলে তাঁর সুখ স্বপ্রকাশ।
মহাসত্তা মহাদেবী মহানন্দ-পারাবার।
মহামায়া মহামাতা—তাঁরে করি নমস্কার।
কত লক্ষ কোটী প্রাণী তাঁর বুকে জাগিতেছে,
তাঁহার কোলেতে থাকি তাহারেই মাগিতেছে।
কোটী আমি, কোটী তুমি, কোটী তিনি ফোটে ওই।
সব সেই এক দেবী। কিছু নাই তিনি বই।
খণ্ড ভাব ক্ষুদ্র ভাব, সহস্র গণ্ডীর রেখা
মহামাতৃকার বক্ষে অবিশ্রান্ত যায় দেখা।
মা হ'তে জাগিছে তারা। মায়েতেই থাকে তারা।
মায়ের স্নেহের কোলে হয় শেষে আত্মহারা।
যত যত খণ্ডভাব অখণ্ডেতে সমাশ্রিত।
যত যত ক্ষুদ্রভাব সে বৃহতে অবস্থিত।

স্বভাব

অনন্ত সীমাতে ওই অসীমের মহোল্লাস।
তরঙ্গে তরঙ্গে রঙ্গে সে সিন্ধুর মহোচ্ছ্বাস।
কি যে বেগ, কি আবেগ, অনাদি অনন্ত গতি।
কত প্রাণ, কত টান, কত প্রেম, কত রতি।
নিজের আনন্দে নিজে নিজেরে রচনা করে।
কালরূপে নিজেরে সে মুছে দেয় ক্ষণ পরে।
সৃজন প্রবাহ ঐ মায়ের মাঝেতে চলে।
সৃজনের সাথে সাথে ঐ ধ্বংস পলে পলে।
বিনাশের সাথে পুন চলে সৃজনের খেলা।
অনন্ত ক্ষণিক লয়ে বক্ষে তাঁর মহামেলা।

আপনার আপনাতে কিন্তু ডুব দিয়ে দেখ্—
আপনাতে বিরাজিত শুধু সেই চির এক।

সত্তা বোধ আত্মা

ও মন আমার মন করনা বিচার প্রাণে
কি লয়ে আছিস তুই সারাক্ষণে, সারাখানে।
জাগ্রতে ও স্বপ্নে যবে থাকিস অনন্ত কাজে
সত্তা আর বোধ ওই জেগে থাকে তোর মাঝে।

সত্তা আর বোধ ছেড়ে এক পা চলিস না রে,
সত্তা আর বোধ ছেড়ে থাকিতে কেহ কি পারে ?
ওরে মন ভেবে দেখ্ সত্তা তোর যদি যায়
পাত্তা তোর পাওয়া আর নাহি যাবে হায় হায়।
সত্তা আছে তাই তুই বর্ত্তমান মন ওরে।
অখিল বস্তুকে সত্তা সদাই রয়েছে ধ'রে।
সত্তা তো সহজে রয় সকল বস্তুর মূলে।
সত্তার বুকের পরে তুই উঠেছিস দুলে।
নাই আর চাই ব'লে চলিস যখন ছুটে
ওরে মন সঙ্গে সঙ্গে সত্তা ওই থাকে ফুটে।
নাই অস্তি। চাই অস্তি। নাই সত্য। চাই সত্য।
নাই ঠিক। চাই ঠিক। দেখ্ দেখ্ মূল তত্ত্ব।
সত্যরূপে ঠিকরূপে ওই দেখ সত্তা জ্বলে।
অভাবে অথবা ভাবে সত্তা দেখ্ ঝলমলে।
তরঙ্গে তরঙ্গে সত্তা জাগে ওই অনিবার।
এড়াবে সত্তার হাত উপায় নাহিক তার।

সত্তা মানে সত্তা-বোধ আর তো কিছুই নয়।
যেখানে যা কিছু আছে বোধেতেই সব রয়।
ভাল বোধ, মন্দ বোধ, সুখ দুঃখ বোধ সবি।
ভুবনে যা কিছু দৃশ্য সকলি বোধের ছবি।

অস্তি নাস্তি যাহা কিছু বোধ ভিন্ন আর কিবা।
বোধে রূপ রস স্পর্শ, বোধে রাত্রি, বোধে দিবা।
সে বোধ কাহার বোধ তাকাইয়া দেখ ভাই।
সে বোধ আমার বোধ আমি ছাড়া বোধ নাই।
কে করিছে বোধ বল ? আমি করি সব বোধ।
সকল বোধের মূল অন্য নয়, আমি খোদ।
পুন দেখ, আমিটাও আমি-বোধ ছাড়া নয়।
তাই বোধ-মূলে আমি, আমি-মূলে বোধ রয়।
আমাতেই বোধ থাকে, বোধেতে আমি যে থাকি।
আমাতে বোধেতে মন একেবারে মাখামাখি।
আমি আর বোধ এরা দুই নয় একেবারে।
একের করিলে তত্ত্ব পেয়ে যাবে অন্যটারে।

আরো দেখ, সত্তা মানে সত্তা-বোধ—এ যেমন
তেমনি যে বোধ মানে বোধ-সত্তা ওরে মন।
বোধ তো 'রয়েছে' তাই সেখানেতে সত্তা ভাই
বোধের সত্তাটি গেলে বোধবস্তু নাহি পাই।
তাই তো বোধের সব সত্তা ছাড়া অন্য নয়।
সত্তা কেড়ে নিলে বিশ্বে কোনো কিছু নাহি রয়।
সত্তা সকলেরি সব এই কথা ভেবে দেখ্।
যেখানে যা কিছু আছে সত্তা শুধু আছে এক।

সব দৃশ্যে এই বিশ্বে কাহার বিলাস চলে?
সত্তার বিলাস শুধু বিশ্বরূপে ঝলমলে।
যতেক ঘটনা ঘটে কেবলি রটনা করে—
একমাত্র তিনি বস্তু এই বিশ্ব চরাচরে।
সত্তা, বোধ, আত্মা রূপে একই বস্তু সবখানে।
তিনে এক, একে তিন—দেখে নে না সাবধানে।

আত্মমাঝে হ না তুই আত্মহারা

তোর মাঝে ওই জাগে, নাই নাই নাই নাই।
অভাব অনল শিখা জ্বলিছে দেখিতে পাই।
'নাই' বোধ 'চাই' হয়ে ফুটে ওঠে তোর প্রাণে।
ফুটে উঠে ছুটে চলে, খুঁজে ফিরে সবখানে।
ডেকে ডেকে চেয়ে চেয়ে ছুটে ছুটে হ'ল সারা।
খুঁজে খুঁজে হয়রান, অদ্‌ভুত তার ধারা।
নাই হ'য়ে ফুটে বোধ চাই হ'য়ে ছুটে যায়।
এই বোধ জীব-বোধ এতে শুধু দুঃখ হায়।
ওরে মন জীব-বোধে থেকো না থেকো না আর,
শিব-বোধে, মহাবোধে ওঠো জেগে এইবার।
নাই নাই চাই চাই ওই তো বলিছে প্রাণ,
তার তলে সে কি বলে শোন না পাতিয়া কান।

আপনা হারায়ে কাঁদে, নাই নাই নাই নাই,
আপনারে খোঁজে শুধু কোথা পাই, কোথা পাই।
আপনার লাগি তার বুকে অবিরাম চাওয়া,
বিশ্রাম রবে না তার যতক্ষণ নাহি পাওয়া।
যুগ হ'তে যুগান্তরে, জন্ম হ'তে জন্মান্তরে
যাত্রা তার প্রসারিত আপনা পাবার তরে।
আশ্চর্য ভিখারী সে যে চায় ভিক্ষা আপনারে।
প্রাণ সে যে চায় প্রাণ, কে বা দেবে ভিক্ষা তারে!

ওরে প্রাণ ওরে প্রাণ, সহজ নয়ন খুলে
তাকা আপনার দিকে, তাকা আপনার মূলে।
যাহারে চাহিস তুই সে তো তুই, নহে অন্য।
তোর সব তাকে লয়ে, তা হইতে, তারি জন্য।
তারি মাঝে রয়েছিস, সেই শুধু বিরাজিত।
আত্মা আত্মা আত্মা শুধু আপনাতে অবস্থিত।
যেখানে বিষয়-বোধ, অন্য-বোধ, দ্বিতীয়তা
সেখানেই ভুল ভ্রান্তি, সেথা দুঃখ, সেথা ব্যথা।
আপনারে ভাগ ক'রে বিষয় বলিয়া জানা।
আপনার বোধটিরে বাহির বলিয়া মানা।
বিষয়-কল্পনা লয়ে বিষয়ের আস্বাদন।
বাহির-কল্পনা লয়ে বাহিরেতে বিচরণ।

বিষয়ের বোধখানি তোরি আপনার মাঝে।
বাহির বলিয়া বোধ তোরি অন্তরেতে রাজে।
তোরি আত্মা বিষয়ের রূপখানি ধরিয়াছে।
তোরি আত্মা নিজ মধ্যে বিশ্বখানি গড়িয়াছে।

আত্মা রাজা মহারাজা আত্মা হ'তে বড় নাই।
আত্মারে লইয়া থাক্ ওরে মন সদা তাই।
আত্মারেই কর্ পূজা, আত্মারে প্রণাম কর্।
সর্বদা সকলখানে আত্মারে জড়ায়ে ধর্।
যেখানে যা কিছু আছে আত্মার মহিমা জান্।
আদিতে মধ্যেতে অন্তে শুধু আত্মা, নাহি আন।
সব কিছু মধ্যে সেই আত্মা যে রে সব কিছু।
আগে আছে সেই আত্মা বাকি সব তার পিছু।
সে আত্মাই মাতা পিতা বন্ধু সখা প্রভু ভাই।
আত্মা ভিন্ন কোনো কালে, কোনো দেশে কিছু নাই।
ভূত কালে, অনাগতে আর এই বর্তমানে
আত্মাই আত্মাতে আছে, আত্মাই আত্মাকে জানে।
মায়ের কোলের মত আত্মার আশ্রয়খানি।
মায়েরি মতন জীবে আত্মা নিতেছেন টানি।
আপনি আপনা পানে টানিছেন আপনারে।
জীব ওই ছুটে চলে আপনারে পাইবারে।

স্বভাব

আত্মাকে না পেলে তার ছুটি নাই, মুক্তি নাই।
আত্মাকে পাওয়া যে তার নিতান্তই চাই তাই।
সুখ নাই, শান্তি নাই, সত্য নাই আত্মা ছাড়া।
তাই মন আত্মমাঝে হ না তুই আত্মহারা।

সব মা! আপন জন! স্বরূপে চল!

এই আছে এই নাই, কত আছে কত নাই,
সকলি যে সে-মায়ের মাঝে রে।
কত ভাল কত মন্দ, কত গতি কত ছন্দ—
সকলি যে তাঁহাতেই রাজে রে।
কত যাওয়া কত আসা, কত ডোবা কত ভাসা—
সকলি যে তাঁর মাঝে ভাসে রে।
কত কান্না কত হাসি, কত ভালবাসাবাসি—
প্রকাশিতে সেই মহাকাশে রে।
কত যে বিরহ গান, কত যে মিলন তান—
মায়ের বুকের পরে ফুটিছে।
কত দুঃখ কত সুখ, কত ভুল কত চুক—
মা'র মাঝে ফুটে ফুটে উঠিছে।

হৃদয়ের কত ব্যথা, কত কত ব্যাকুলতা—
নিতি নিতি জেগে ওঠে সেখানে।
কত প্রেম কত প্রাণ, কত না মনের টান
মায়ের স্নেহের কথা বাখানে।
মায়েতে উদিত হয়, মায়েরি মাঝেতে রয়,
মায়েতেই পায় লয় সবি রে।
ভুবনে রয়েছে যাহা সকলি যে শুধু তাহা
মায়ের বোধেতে আঁকা ছবি রে।

আঁখি মেলে শুধু দেখা, ওই মা রয়েছে একা
শত লক্ষ কোটীতেও একা সে।
রূপে রূপে চারিধারে মা-ই শুধু উঁকি মারে,
যাহা দেখা মাকে শুধু দেখা সে।
মেলিয়া হৃদয়খানি ওই শোন্ কার বাণী
বাজিয়া চলিছে প্রতি ধ্বনিতে।
বাণী তাঁর বাণী তিনি নিয়তই বিশ্বে যিনি
ধ্বনিত ধ্বনিতে, প্রতিধ্বনিতে।
সজাগ থাকিও মন, প্রতি রস আস্বাদন
মায়েরেই আস্বাদন জানিবে।
জগতে সকল বাসে মায়েরেই পরকাশে
এই সত্য সদা মনে আনিবে।

পরশের রস যাহা মায়েরি যে রস তাহা,
মা-ই নিজে পরশ সে পরশে।
সব কালে সব খানে সকল প্রাণীর প্রাণে
মা বিরাজে বেদনায় হরষে।
বিচিত্রের সর্ব চিত্রে, শত্রুতে অথবা মিত্রে
সুখে দুখে জাগে কার হাসি গো!
মায়ের মুখের হাসি মা স্বয়ং সেই হাসি
ওই জাগে অন্ধকার নাশি গো।
আহা রে মায়ের লাগি মা যে হ'ল অনুরাগী,
মায়েরেই সদা মা যে খুঁজিছে।
মায়েরে হারায়ে মা-যে ঘুরিছে মায়েরি মাঝে।
মাকে পেতে মা-যে সদা যুঝিছে।
মার সাথে মার খেলা চলিছে অনন্ত বেলা—
খেলা ওই চলে সবখানেতে।
মায়েরে পাইয়া বুকে ওই মা ডুবিল সুখে।
মা বিরাজে মা'র মহাপ্রাণেতে।
ভুবনে ভুবন হয়ে জীবনে জীবন হয়ে
পরাণে পরাণ হয়ে ও কে গো!
সুখেতে অথবা দুঃখে, স্থুলেতে অথবা সূক্ষ্মে
কাহার প্রকাশ লোকে লোকে গো!
যেখানে যাইবি মন সেই মাকে অনুখন
চিনে নিতে ভুল যেন হয় না।
দূরেতে অথবা কাছে আগেতে অথবা পাছে
মা-ই রয়, আর কেউ রয় না।

আয় আয় চল্ চল্ মায়েরি কাছেতে চল্,
যাব বল আর কার কাছে রে!
সব সুখে সব দুখে সদাই রেখেছে বুকে—
এমনটি আর কে বা আছে রে!
এই যে আমার আমি এই তো সহজ স্বামী।
আমার সকল ভ'রে জাগিয়া।
ভিখারী আমার দ্বারে দিনে দিনে বারে বারে
ফিরিছে আমারে ভিখ্ মাগিয়া।
আমারে না হ'লে তার চলে না চলে না আর
সদাই আমার তরে ঝুরিছে।
আমি তো চাহি না তাকে তবু সে আমারে ডাকে,
আমারি পিছনে সদা ঘুরিছে।
যুগে যুগে কালে কালে জীবনের অন্তরালে
আমার জাগার লাগি জাগিছে।
আমি না দেখিয়া তারে ব্যথা পাই বারে বারে
সেই ব্যথা তার বুকে লাগিছে।
তাহার বুকের ব্যথা, অপরূপ আকুলতা
আমারি জগৎ হয়ে ফুটিছে।
তার কাঁদা প্রাণে প্রাণে চলিছে আপন টানে,
সে টানে জগৎ পুন টুটিছে।

কি ব'লে তাহারে ডাকি, কোথায় তাহারে রাখি,
সে আমার কে হয় গো বলনা!
সে আমার কে না হয়, সে যে আমাতেই রয়।
ওগো মন তাতে তুমি গলনা।
কেন গো জান না তাঁরে, কেন গো মান না তাঁরে,
কেন গো আন না তাঁরে ডাকিয়া।
কেন না তাঁহাকে ভজ, কেন না তাঁহাতে মজ
আপনার মাঝে তাঁরে রাখিয়া।
কেন হেথা হোথা ধাও, কেন এত দুঃখ পাও!
কেন মন তাঁর কাছে আস না।
তিনি তব অনুরাগী বসিয়া তোমারি লাগি—
সে ভালরে কেন ভালবাস না!
তোমার যা কিছু আছে তাঁহার পায়ের কাছে
রেখে দিয়ে কেন তুমি বাঁচ না!
তাঁর বোঝা তাঁরে দিয়া তাঁহারে হৃদয়ে নিয়া
কেন তুমি প্রেমসুখে নাচ না!
তাঁহারে স্মরণ কর, তাঁহারে বরণ কর,
তাঁহারে গ্রহণ কর গভীরে।
দাও জয় তাঁর দাও, নির্ভয় হইয়া যাও
তাঁহার শরণখানি লভি রে।

তোমারি কল্পনা-মালা তোমারে দিতেছে জ্বালা
চল চল সে সকলে ছাড়ায়ে।
আর কতদিন ভবে এমন প্রমত্ত রবে
এই ভাবে আপনারে হারায়ে।
বিষয়ের দ্বারে দ্বারে ও মন মাগিছ কারে,
কাহার লাগিয়া কাঁদ এরূপে।
তুমি চাহিতেছ যারে পাবে না কোথাও তাঁরে,
পাবে আপনারি ঘরে, স্বরূপে।

স্বরূপেতে চল মন। তোমার সর্বস্ব ধন
রহিয়াছে স্বরূপেতে সহজে।
যেও না বাহির মুখে আপনি আপন বুকে
চির পরিপূর্ণ সুখে রহ যে।
স্বরূপেতে নাহি ভয়, স্বরূপেতে চির জয়।
স্বরূপে, স্বভাবে তুমি মজনা।
স্বরূপে বিশ্রাম পাবে, সর্ব জ্বালা দূরে যাবে।
কর মন স্বরূপের ভজনা।
ও মন নয়ন খুলে তাকাইয়া দেখ মূলে—
আমি আছি, অন্য কিছু নাহি রে।
অদ্ভুত আমার মাঝে এই সারা বিশ্ব রাজে—
আপনি আপন গান গাহি রে।

সংসার আমারি ছায়া আমারি মধুর মায়া,
রচনা আপনি আমি করেছি।
আপনি আমারে নিয়া আমাতেই আমা দিয়া
আপনারে ভেঙেছি ও গড়েছি।
অপরূপ মোর আমি, সেই তো আমার স্বামী।
তাহার উপমা নাই আহা রে।
ক্ষুদ্র আমি ভেঙে যাক্‌, সেই আমি জেগে থাক্‌।
প্রণাম প্রণাম শুধু তাহারে।

মা বল বা কৃষ্ণ বল অথবা গোবিন্দ বল
অথবা শঙ্কর ব'লে ডাক না।
অথবা তারিণী ব'লে তাঁর কাছে যাও চ'লে
তাঁহারেই নিয়ে সদা থাক না।
যে হেতু সবার বড় তাই ব্রহ্ম ব'লে ধর,
অথবা আত্মা তাঁরে কহ গো।
সাকারে বা নিরাকারে ইচ্ছামত ভজ তাঁরে,
তাঁহারি কাছেতে সদা রহ গো।
যা বল তা বল তাঁরে শুধু তাঁরে একেবারে
আমার সর্বস্ব বলি ধর না।
জীবন তাঁহারে দিয়া তাঁহারে জীবনে নিয়া
সদা তুমি তাঁহারেই স্মর না।

প্রণাম তোমারে মাগো

জগৎ জননী তুমি, মাগো ও চরণে নতি।
তোমার চরণে সদা থাকে যেন মম মতি।
রাখিয়ো আমারে তব শীতল চরণ ছায়ে।
অনন্ত প্রণাম মাগো তব দুটি রাঙা পায়ে।
যেখানে যা কিছু কাণ্ড ফুটে ওঠে তব বুকে।
আবার সকল কাণ্ড তব বুকে যায় ঢুকে।
তোমার মাঝেতে মা গো অনন্ত অনন্ত খেলা।
তোমার মাঝেতে মা গো ভাবের অনন্ত মেলা।
তোমাতে জাগিয়া সব তোমাতেই মিশে যায়।
নিতি নব নব বস্তু তোমাতে প্রকাশ পায়।
প্রতিটি ক্ষণেতে নব, প্রতিটি স্থানেতে নব।
তোমার আশ্চর্য খেলা ভাষাতে কেমনে কব।
যা বোঝাও তাই বুঝি, যা লেখাও লিখি তাই।
জননী, জীবনে জাগো। তোমার করুণা চাই।
করুণা-ভিখারী আমি জননী তোমার পদে।
আমার সাথেতে থেকো জননী গো পদে পদে।
আমার হৃদয় মাঝে মা গো তুমি বিরাজিয়ো।
অবাধ তোমার থাকা আমারে বুঝিতে দিয়ো।

তোমার অনন্ত ভাব, তোমার অনন্ত ধারা।
তোমাতে জাগিয়া পুন তোমাতে হতেছে হারা।

কতই সেজেছ মা গো, কত কিছু যায় দেখা।
সকল হ'য়েও মা গো, তুমি কিন্তু আছ একা।
আশ্চর্য একেলা তুমি, তোমা ছাড়া নাই কেউ।
আশ্চর্য অনন্ত তুমি, প্রতিক্ষণে নব ঢেউ।
আশ্চর্য দেবতা তুমি, সকল জ্যোতির জ্যোতি।
সর্ব দেব দেবী মাগো তোমারেই করে নতি।
আশ্চর্য সুন্দর তুমি সকল সুন্দর মাঝে।
তোমারি সৌন্দর্যে তারা সুন্দর হইয়া রাজে।
আশ্চর্য মধুর তুমি, মাধুর্যের তুমি সীমা।
তোমারি মাধুরী লয়ে দিকে দিকে মধুরিমা।
আশ্চর্য বিরাট তুমি, বড় নাই তোমা হ'তে।
কোটী কোটী বিশ্ব মা গো জাগিছে তোমার স্রোতে।
ফুটিছে উঠিছে মাগো আবার টুটিছে তারা।
তোমারি কোলেতে মা গো হয়ে যায় আত্মহারা।

আশ্চর্য ক্ষুদ্রতা তব, ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র আরো।
মহৎ হয়েও ক্ষুদ্র তুমিই যে হতে পারো।
আশ্চর্য সামর্থ্য তব, তোমার অসাধ্য নাই।
তোমার সৃষ্টিতে মা গো সকলি সম্ভব তাই।
আশ্চর্য ঐশ্বর্য তব, তত্ত্ব নাহি যায় জানা।
চিরকাল এক তুমি অথচ সেজেছ নানা।

আশ্চর্য মাধুর্য তব আহা মরি আহা মরি।
ঐশ্বর্যের কণা নাই, মধুরতা পড়ে ঝরি।
সে মাধুর্য আস্বাদিয়া ভক্তজন আত্মহারা।
চির জীবনের মত আপনা বিকায় তারা।
আশ্চর্য কারুণ্য তব জননী গো সদা ঝরে।
পতিত অধম আর অভাজন জন পরে।
করুণায় বিচলিত ছুটে আস বারে বারে,
পতিতের লাগি কাঁদ, কোলে টানি লও তারে।
করুণায় বিগলিত সদা টানিতেছ বুকে
অখিল প্রাণীরে মাগো প্রতি সুখে প্রতি দুখে।
অকারণ করুণার বিকীরণ তোমা হতে।
ভাসিছে অনন্ত প্রাণী তব করুণার স্রোতে।
আপনে আপন পানে সদা কর আকর্ষণ।
আপনি আপন প্রেমে হয়ে থাক নিমগন।

আশ্চর্য মায়া যে তব ওগো দেবী মহামায়া।
এ সংসারে যত মায়া সে সব তাহারি ছায়া।
ওগো মায়া মহামায়া বিষ্ণুমায়া যোগমায়া,
তোমার শক্তিতে মাগো মহাকাশ ধরে কায়া।
যে-তুমি রয়েছ জাগি সর্বদা সকলখানে,
যে-তুমি বিরাজ কর প্রতিটি প্রাণীর প্রাণে,
প্রতিটি পদার্থে মা গো যে-তুমি অস্তিত্ব দিলে
জীব চক্ষে কি কৌশলে সেই তুমি লুকাইলে।

অদ্ভুত তোমার মায়া তব তত্ত্ব কেবা জানে!
তুমি কৃপা কর যারে সেই জন বোঝে প্রাণে।
স্বষ্টির প্রকাণ্ড কাণ্ড যা কিছু দেখিতে পাই
আগাগোড়া ফাঁকি মাগো, তুমি ছাড়া কিছু নাই।
তথাপি প্রকাশ পায় যেন সত্য যেন খাঁটী।
তোমার মায়ার কাণ্ড এ অদ্ভুত ঘটনাটি।
তোমার মায়ায় মাগো উঠিছে কল্পনা যত—
ভাল মন্দ সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদ কত।
ছুটিছে অখিল প্রাণী তোমার মায়ার টানে।
ছুটিছে অন্ধের মত ভালমন্দ নাহি জানে।
অনন্ত ঘটনারাশি ঘটিছে মায়াতে তব।
তোমার মায়ার কথা আমি মা কেমনে কব।

মা গো আমি অতি দীন, তুচ্ছ অতি ক্ষুদ্র অতি।
এই নিবেদন—যেন ও চরণে থাকে মতি।
তোমার মায়াতে মা গো যেন নাহি থাকি ভুলে।
তোমারে দেখিতে মা গো দাও মোর আঁখি খুলে।
সত্য যেন সত্য ক'রে সত্য হয় মোর কাছে।
তাহাই থাকুক মোর সত্য সত্য যাহা আছে।
তোমারে দেখিব মাগো, দেখিব তোমারে আমি।
তুমি যে প্রাণের বন্ধু, তুমি যে হৃদয়স্বামী।
কি নহ আমার তুমি, তুমি মা সর্বস্ব মম।
জীবনের সার তুমি, তোমারে মা নমো নম।

আমার আমির মাঝে তুমিই যে বিরাজিত।
আমার সকল মাঝে তুমিই যে অবস্থিত।
    আমার আছ মা তুমি তবু কেন আমি ডরি!
    আমারে নির্ভয় কর চরণে মিনতি করি।

সদা আমি বাস করি মনের সংসারে মোর।
আপনার কল্পনাতে আপনি রয়েছি ভোর।
    কল্পনায় কল্পনায় কেবল মরি যে ঘুরে।
    কল্পনার অন্ত কর আমার অন্তরপুরে।
সমস্ত সংসার মম শুধু কল্পনার মালা।
আমারি রচনা এই রোগ, শোক, দুঃখ, জ্বালা।
    কল্পনা করিয়া আমি আমারে করেছি মাটী।
    এবার আমারে দেবি ক'রে লও তুমি খাঁটী।

ঘুমঘোর তুমি মোর দাও ভেঙে দাও মাগো।
অন্তররূপিণী মম জাগো মা এবার জাগো।
    হে চির-জাগ্রতা দেবী, হে চৈতন্য-স্বরূপিণী।
    ছাড় মা ঘুমের খেলা হে অন্তর-নিবাসিনী।

আর কতকাল মাগো রহিব স্বপনঘোরে !
চিরন্তন সত্য মাঝে জাগাও জাগাও মোরে।
তুমি মা পরম সত্য তুমি মোর জাগরণ।
আপনা প্রকাশো তুমি ঘুচাইয়া আবরণ।
মিলাইয়া যাক মোর অর্থহীন স্বপ্নরাশি।
হে মোর পরম অর্থ দাঁড়াও সমুখে আসি।
সংসার স্বপনে মাগো কি বিপদ পদে পদে।
ভাঙিয়া স্বপন মোর জাগাও পরম পদে।

জননী গো এইবারে জাগাইয়া বল মোরে,
'কেন রে কাঁদিস মিছে সংসার স্বপন ঘোরে।
যত দুঃখ, যত কষ্ট স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়।
নয়ন মেলিয়া দেখ্—নাহি তোর কোনো ভয়।'

তোমার মধুর স্বর পশুক আমার কানে,
জীবনে পশুক মম, সঞ্চারিত হোক প্রাণে।
জাগাও জাগাও মোরে, শুনাও অমৃত বাণী।
আঁখি মেলে দেখি যেন তোমারি সে কোলখানি।

স্বপনেতে পাই আমি চারিদিকে কত ভয়।
পাই জয়, তার চেয়ে ঢের বেশী পরাজয়।
যারে জয় বলি সেও পরাজয় ছাড়া নহে।
স্বপনে অজস্র তাপ আমারে যে নিত্য দহে।
সদা সন্তর্পণে চলি কিসে কিবা হয়ে যায়।
কোনোখানে চিত্ত মোর শান্তি কভু নাহি পায়।
কখনো বা হই ক্রোধী, কভু লোভী, কভু কামী।
স্বরূপ-সহজ-সুখমুখ নাহি দেখি আমি।

খণ্ড খণ্ড বস্তু লয়ে মত্ত থাকা দিবারাতি।
কোথায় আশ্রয় মোর কোথায় সহজ সাথী।
এক জ্বালা মিটে যায়, আসে তবে অন্য জ্বালা।
সংসার সিন্ধুর মাঝে জ্বালার তরঙ্গ মালা।
কোথা তৃপ্তি, কোথা সুখ, কোথা প্রেম ভালবাসা।
ছোট ছোট বস্তু নিয়ে হেথা শুধু কাঁদা হাসা।
কিন্তু মা গো তুমি বিনা বস্তু নাই বিশ্বমাঝে।
খণ্ড রূপে, অন্ন রূপে তোমারি তো রূপ রাজে।

তুমি মা কল্পনা মম, তুমি মা স্বপনমালা।
তুমি মা গো ভুল ভ্রান্তি, তুমি মা অশান্তি, জ্বালা।
এবারেতে এস মা গো নিত্য-জাগরণ বেশে।
পরিপূর্ণ রূপে তব সমুখে দাঁড়াও হেসে।

ওগো জাগরণময়ী এবার তুমি কি এলে?
জ্ঞানদীপ নিজ হাতে দিতেছ কি মা গো জ্বেলে?
দেখিব দেখিব আমি, দেখিব মায়ের মুখ।
তাপিত জীবনে মম পাইব মায়ের সুখ।
মায়ের অভয়বাণী ওই কি রে শুনি আজি?
মায়ের জীবন-মন্ত্র ঐ কি রে ওঠে বাজি?
'ওরে বাছা, স্বপ্নে তোর কত কাণ্ড ঘটিয়াছে।
ঘটুক যতই কাণ্ড, আছিলি আমার কাছে।
ওরে, তিলেকের তরে আমি ছাড়ি নাই তোরে।
সদাই রাখিয়াছিনু আমার স্নেহের ক্রোড়ে।
ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই, নাহি ভয়।
নাহি দুঃখ, নাহি তাপ, নাহি জ্বালা, নাহি ক্ষয়।

কার ভয়, কেন ভয়, কোথা হতে ভয় হবে?
স্বপনের কাণ্ড যত জাগিলেই নাহি রবে।
দুঃস্বপনের গ্লানি যাক্ দূর হ'য়ে যাক্।
সহজ স্বাচ্ছন্দ্য থাক্, পরম আনন্দ থাক্।

মায়ের কোলটি আছে আর তো কিছুই নাই।
চির সত্য, মহাসত্য—পরম সুখের ঠাঁই।
শুধু আমি, শুধু আমি, শুধু আমি স্বপ্রকাশ।
পৃথক্ কোথা রে তুই! আমাতেই তোর বাস।
নয়ন মেলিয়া তুই চেয়ে দেখ্ আমা পানে—
আমি ছাড়া কিছু নাই কোনো কালে, কোনো খানে।

স্বপন টুটিয়া গেল, এল এই জাগরণ।
আনন্দে স্বচ্ছন্দে বাছা এবে কর্ বিচরণ।
আমার প্রেমেতে থাক্, থাক রে আমার সুখে।
আমি যে সর্বস্ব তোর, রাখিয়াছি তোরে বুকে।
আমাতে ও তোতে বল্ কোথা আছে ব্যবধান!
তুই যে আমার প্রাণ, আমি যে রে তোর প্রাণ।
যেমন ওরে ও বাছা আমি সরবস্ব তোর
তেমনি জানিবি বাছা তুই সরবস্ব মোর।
নিশ্চিন্ত হইয়া থাক্, নির্ভয় হইয়া থাক্,
পরিপূর্ণ হয়ে থাক্, প্রেমময় হ'য়ে থাক্।

শুধু তুই, শুধু আমি। কেবা থাকে কার কাছে।
কি যে আছে কি যে নাই। কিছু নাই, সব আছে।”

শোনাও তোমার মন্ত্র—শোনাও মা এইবার।
প্রণাম তোমারে মাগো প্রণাম অনন্তবার।

স্বভাব

চতুর্থ খণ্ড

(কথা-কীর্তন)

সুধী-সংবাদ

জয় গুরু জয় গুরু জয় ভগবান।
জয় জয় ভগবান জয় ভগবান।

সুধী নামে এক ব্যক্তি ছিল কোনোখানে—
শুভক্ষণে অস্থিরতা এল তার প্রাণে।

এ কিন্তু সাধারণ অস্থিরতা নয়। পরম কল্যাণের অভিমুখে যখন মানুষের চেতনার মোড় ফেরে তখন অন্তরের মধ্যে একটি অস্থিরতার অনুভূতি স্পন্দিত হতে থাকে। সে অস্থিরতা সৌভাগ্যবান মানুষের জীবনে একান্ত হয়ে ওঠে। তার মন কেবল বলতে থাকে, আমার আশ্রয় কোথায়, আমার শান্তি কোথায়।

অন্তরে অন্তরে আমি শান্তি কি পাব না?
জ্বালা কোথা জুড়াইব—এ তার ভাবনা।

সংসারের কোনো বস্তু মনে নাহি লাগে।
কিসের লাগিয়া যেন ব্যাকুলতা জাগে।

সংসার ছাড়িয়া যাই, ভাবে মনে মনে।
চ'লে গেল একদিন নিরজন বনে।

বনে গিয়ে বনখানি পেল নিরঞ্জন,
(হায়রে) কিন্তু দেখে মনে তার আছে বহু জন।
প্রশ্ন জাগে, ইচ্ছা জাগে, সমস্যা জাগিছে—
বন মাঝে শেষে তার অসহ্য লাগিছে।
লোকের সমাজে পুন ফিরে এল তাই।
মনে মনে ভাবে আমি কার কাছে যাই।

শ্রীভগবানের বিধান এই, এমন অবস্থায় তিনি একটি শুভ যোগাযোগ ক'রে দিয়ে থাকেন।

ব্যাকুল হইয়া পথে পথে চলে একা,
একদিন পেল এক পাগলের দেখা।
সে পাগল করে প্রভু-নামগুণগান।
কি এক ভাবেতে ডুবে আছে তার প্রাণ।
পাগলের মুখে দেখে আনন্দের আলো।
পাগলের ভাবভঙ্গী লাগে প্রাণে ভাল।

সুখী সেই পাগলের সঙ্গ তবে নিল।
অবসর দেখি তারে কথা নিবেদিল—
জীবন আমার প্রভু গেল শুকাইয়া,
কাঁদিছে পরাণ যেন কিসের লাগিয়া।
অশান্তি কেমনে যায় সুখ কিসে পাই,
আমারে করুণা করি বলুন তাহাই।

আমাদের ভাবের পাগল খানিক রইলেন ব'সে নয়ন মুদে।
তারপর সুধীর দিকে চেয়ে বলেন :—

শ্রীগুরু-চরণ-দুটি করিয়া স্মরণ
পরাণের কথা কিছু করি নিবেদন।
শোন শোন শোন বন্ধু, শোন দিয়া মন—
জান কি কেমনে হয় (গো) সফল জীবন?
সুখ সুখ সুখ করি হয়েছ পাগল,
সুখের লাগিয়া তব পরাণ বিকল।
সুখের লাগিয়া বন্ধু শান্তির লাগিয়া
সহিছ গো কত দুঃখ জনম ভরিয়া।
কত দিন গেল বন্ধু, কত দিন যায়—
যে সুখ চাহিছ তুমি পেলে না তো হায়।

কেমন ক'রে পাবে? পাওয়ার তো কথা নয়।

সংসারের ক্ষুদ্রতায় সুখ যতখানি
তার চেয়ে ঢের বেশী অভাবের গ্লানি।
দিবানিশি বাসনার অগ্নি জ্বলে মনে—
বন্ধু তুমি শান্তি তবে পাইবে কেমনে।
ঈর্ষ্যা ঘৃণা বিদ্বেষের জ্বালা নিয়ে বুকে
কেমনে করহ আশা রবে তুমি সুখে।
কত দিন গেল বন্ধু কত দিন যায়—
যে সাধ পরাণে তাহা মিটিল না হায়।
ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ্র সুখ পেলে বা কখনো।
তাতে কি ভরেছে প্রাণ? শোনো বন্ধু শোনো।

ভরে না ভরে না প্রাণ ভরে না ও সুখে,
অনন্ত সুখের ঠাঁই আছে এই বুকে।

শুনবে একটা কথা? সুখ যে পাচ্ছ না তুমি—এ বড় সুখের কথা। জীবনে তোমার জ্বালা ধরেছে, মন তোমার কিছুতেই মানছে না—এর কারণ কি জান? দেবতা তোমার কাছে ধরা দেবেন সেই আয়োজন করছেন। সুখহীন শান্তিহীন সংসার এ কথাটা তোমার কাছে পরিষ্কার হচ্ছে মানে সত্য তোমার কাছে অনাবৃত হচ্ছে, খাঁটীটা খাঁটী হয়ে উঠছে।

তুমি এই কথাটাতে বেশ জেগে থেকো বন্ধু, যতক্ষণ তোমার মনে সংসারের গণ্ডী ততক্ষণ সত্যকারের সুখের আশা, শান্তির আশা নেই নেই নেই। থাকবে কেমন ক'রে? ছোট ছোট বস্তু নিয়ে মন যখন হয়ে আছে ছোট—বড় বস্তু—রস বস্তু কেমন ক'রে সেখানে আত্মপ্রকাশ করবে? অথচ জীবন কিন্তু জীবন ভ'রেই কাঙাল সেই রসবস্তুর জন্য। সেই রসবস্তু কেমন গো?

জীবন যে রস চায় জীবন ভরিয়া
সে রস কেমন তাহা দেখ বিচারিয়া।
পরিপূর্ণ সে আনন্দ সহজ নির্মল।
সুন্দর স্বচ্ছন্দ সে যে স্নিগ্ধ, সমুজ্জ্বল।
সে আনন্দ এলে নাহি চ'লে যায় আর।
পূর্ণতার সেই সুখ, নহে ক্ষুদ্রতার।

জীবনের রস জীবনের পূর্ণতায়। জীবন চাইছে সেই পূর্ণতাকে। 'আমি পূর্ণ হব, আমায় পূর্ণ কর।' সেই পূর্ণতাই জীবনের স্বভাব বন্ধু, জীবনের স্বরূপ, জীবনের সহজ রস, সহজ আনন্দ। সে আছে জীবনকে বুকে নিয়ে, জীবনের জীবন হয়ে।

সত্যময় বোধময় নিত্য বিদ্যমান।
তাঁহারেই সুধীজন কন ভগবান।
জীবনে ভুবনে সেই আছে মাত্র একা,
সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র ভাব গেলে দিবে দেখা।
তাঁরে বিনা কিছু নাই, সে আছে রয়েছি তাই,
তাঁর বুকে এ বিশ্বভুবন।
সে যে প্রাণ, সে যে সার, সরবস্ব সবাকার,
পেলে তাঁরে পূর্ণ এ জীবন।
তাঁরে বিনা আমাদের নাহিকো আশ্রয়,
সে পরমাশ্রয় পেলে যাবে সব ভয়।
তাঁহারি লাগিয়া করি জীবন ধারণ,
তাঁরি লাগি আমাদের জনম মরণ।
তাঁরি লাগি খাই মোরা তাঁরি লাগি পরি,
তাঁহারি লাগিয়া মোরা সর্ব কর্ম করি।
জীবনের ধ্রুবতারা রয়েছে ফুটিয়া—
তাঁহারি লাগিয়া মোরা চলেছি ছুটিয়া।

আমাদের প্রাণে যত কামনা জাগিছে—
সব কামনাতে প্রাণ তাঁহারে মাগিছে।
বেদনা জাগিছে যত মোদের অন্তরে
জেনো বন্ধু সে বেদনা শুধু তাঁরি তরে।

কথা কি জান?

প্রাণের গোপন কথা প্রাণ নাহি জানে—
প্রাণে প্রাণে প্রাণ চায় সেই মহাপ্রাণে।

সুধী বলছে, এ তো বড় মজার কথা প্রভু। আমাদের অন্তর বা স্বভাব তাহ'লে কেবল তাঁকেই চাইছে। পাগল বললেন, দেখছ না মনের রকম সকম, মনের ধরণ।

দেখ বন্ধু চেয়ে দেখ মনের ধরণ—
সুস্থির নাহিক হয় কোনোখানে মন।
যাহা কিছু পেল মন চিরকাল ধরি
তুষ্ট নাহি হ'ল মন—আহা মরি মরি।
কাহারে চাহিয়া মন ফিরিছে সংসারে,
সুস্থির হইয়া মন দাঁড়াইতে নারে।
ইহা চাই উহা চাই, মোহঘোরে কয়।
চাহিছে কেবল মন আনন্দ-আলয়।
ইষ্ট না পাইয়া মন তুষ্ট নাহি হবে।
পরিপূর্ণ নাহি পেলে শান্ত নাহি রবে।
কে কয় রে তুষ্ট মন কে কয় রে হীন!
অন্তরে অন্তরে প্রেম বহে নিশিদিন।

নীচতা হীনতা তার বাহিরে বাহিরে।
অন্তরেতে প্রভু প্রেম বিনা তো নাহি রে।
তাঁহারে চাহিয়া মন ফিরিছে কাঁদিয়া,
নারে অন্য কিছু তারে রাখিতে বাঁধিয়া।

যে প্রভু কৃপা ক'রে মনের এই রকম আশ্চর্য স্বভাব করেছেন তিনি আমাদের পরম সুহৃদ নয় কি? তাঁকে পেতে হ'লে আমাদের কি করতে হবে? তিনি হাত বাড়িয়ে রেখেছেন, আমাদের হাত বাড়াতে হবে। তিনি আমাদের ধ'রে রয়েছেন। কিন্তু আমরা ধরি নি। আমাদের ধরতে হবে। আমাদের ইচ্ছা আছে তাই আমাদের স্বেচ্ছায় তাঁর দিকে চলতে হবে। 'আমি করি' এই ভাব জেগে আছে, জ্যান্ত হয়ে আছে আমাদের প্রাণে—ওই ভাবকে তাঁর পূজায় লাগাতে হবে বন্ধু।

সেদিন আর কোনো কথা বললেন না পাগল। সুধী চুপ ক'রে প্রাণের মধ্যে পাগলের কথাগুলো ভাবতে লাগল।

কয়েক দিন যায়। পাগলের কথার আলোক সুধীর অন্তরকে যেন আলোকিত ক'রে দিয়েছে কতকটা। সে পাগলের সেবা করবার চেষ্টা করে আর তাঁর কথাগুলি মনের মধ্যে ভাবে। তার প্রাণে জেগেছে সাড়া, এসেছে উৎসাহ, পথের নিশানা বুঝি দেখা যায়।

আবার একদিন এক ময়দানে বৃক্ষতলে পাগলকে বললে সুধী, হাত বাড়িয়েই আছে যে তার দিকে আমার হাত বাড়াব কেমন ক'রে সেই উপায় ব'লে দিন—এই প্রার্থনা

আমার। আমি কায়মনোবাক্যে আপনার শরণ নিলাম। আমার যা করণীয় কৃপা ক'রে তার নির্দেশ আপনি দিন।

পাগল বলছেন,

গুরুদত্ত আঁখি মেলে দেখহ সংসার।
দিবানিশি কর প্রাণে সুন্দর বিচার।
তোমারি অন্তরে যাহা আছে লুকাইয়া
গুরুদত্ত আলোকেতে লও রে দেখিয়া।
জীবনের মর্ম বোঝ গুরুবাক্য ধরি।
কি রাখিবে, কি ছাড়িবে বোঝ যত্ন করি।
যাঁরে চাহি মন প্রাণ ফিরিছে সংসারে,
যে-প্রাণবন্ধুরে হিয়া চাহে বারে বারে,
যাঁহার লাগিয়া কর জীবন ধারণ
করহ বরণ তাঁরে করহ বরণ।
তাঁহারে বরণ কর জীবনের মাঝে।
তাঁহারে বরণ কর তব সর্ব কাজে।
যে আপন তারে তুমি করহ আপন
তাঁরি মুখ চেয়ে কর জীবন যাপন।
জাগ্রত চেতনা দিয়া করহ প্রণাম।
সচেতনে সযতনে লহ তাঁর নাম।

সুধী তখন হাত জোড় ক'রে বলছে, 'তাঁকে বরণ করতে বলছেন, প্রণাম করতে বলছেন—তাঁকে পাচ্ছি কোথায়? না জেনেও যাঁকে জীবন ভ'রে চাইছি তাঁকে ধরব কোন্‌খানে?

পাগল একথা শুনে খানিকক্ষণ স্থির হয়ে কি এক ভাবে ডুবে রইলেন। তারপরে বলছেন আপন মনে, 'যিনি ভিন্ন কোথাও কিছুমাত্র নেই তাঁকে ধরব কোথায়?······বলিহারি যাই কাণ্ড দেখে প্রভু তোমার, বলিহারি যাই তোমার কৌতুক দেখে'।

সুধীর কাছে এসে বলছেন, 'বন্ধু, জীবনে ভুবনে সেই আছে মাত্র একা। আর কেউ কেমন ক'রে থাকবে? সব থাকার মধ্যে থাকাটা তাঁর যে। আছে আছে আছে। সে আছে। সে যে আছে এই কথাটাই তো ছড়িয়ে আছে সংসারে। এই বিশ্ব ভুবন ওই তাঁকে নিয়ে তাঁরই বুকে ফুটে উঠেছে, ফুটে উঠছে। তাঁর ওই থাকাটা নিত্য নতুন হয়ে উদ্বেলিত হয়ে উঠছে, উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে তাঁরই বোধের বুকে, তাঁরই প্রাণের আনন্দে।

তারপরে সুধীকে স্পর্শ ক'রে বলছেন, 'দেখতে পাচ্ছনা? দেখ দেখ বন্ধু চেয়ে দেখ।

দেখ বন্ধু দেখ চেয়ে এ সারা ভুবন ছেয়ে
কাহার নয়ন দিঠি জাগে।
শ্যামতৃণে ফুলে ফলে পাষাণে মাটীতে জলে
কার রূপ অপরূপ লাগে।

সুমধুর নীলাকাশ ও কাহার পরকাশ
দেখ বন্ধু নয়ন ভরিয়া (দেখ দেখ)।
চেয়ে দেখ দুনিয়াতে ঘটনাতে ঘটনাতে
কার প্রেম পড়িছে ঝরিয়া (দেখ দেখ)।
জীবনের কাজে কাজে সব বিচিত্রতা মাঝে
কে আছে, কে আছে, আছে কে বা!
চিরসাথী সুখে দুখে সবারে লইয়া বুকে
জনমে মরণে করে সেবা (ওগো বন্ধু)।
কেহ বলে প্রভু তাকে মা বলিয়া কেহ ডাকে
প্রাণবন্ধু বলে কোনো জন (আরে মরি)।
যে ভাবে চাহিবে হিয়া ধর তারে জড়াইয়া
সবচেয়ে সে জন আপন (শোন বন্ধু)।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ। তারপরে সুধী বলছে, 'মনের মলিনতা আমার আশ্চর্যরকম বেশী। আমার এ অন্তরের স্থায়ী রূপান্তর কেমন ক'রে যে সম্ভব হবে!'

পাগল বলছেন, 'ওগো তোমার ভিতরে কি শুধু তুমি? যে তোমার জীবনের ভিতরটিতে ব'সে আছে আর সারা জীবনে উঁকিঝুঁকি মারছে তাকে লক্ষ্য কর, তাকে প্রণাম কর।'

ব'লে চুপ করলেন। তারপরে বলছেন:

শোন বন্ধু,

সত্যে সার কর সত্যে ধর সত্য করি।
ভবনদী পারে যেতে সত্য স্বর্ণতরী।

সে সত্য শুধু যে সত্য—তা নয়। প্রেমের সত্য।

সে সত্য প্রেমের সত্য, প্রেমেতে স্পন্দিত।

প্রেমেতে সুন্দর আর প্রেমে আনন্দিত।

প্রেমে তিনি বন্ধু তব সাথী যে সদাই।

বিশ্বমর্মে শুধু প্রেম আর কিছু নাই।

প্রাণের প্রেমেতে কর তাঁহার পূজন।

তাঁর সাথে হোক তব প্রেমের মিলন।

তোমার প্রতিটি দিন তোমাকে তাঁর প্রেমের পথে অগ্রসর ক'রে দিক। তোমার চলায় তুমি তাঁরই দিকে চল।

সুধী—আপনি বলুন আমি কেমনভাবে চলব ?

পাগল গাইলেন—

নিয়মিত প্রতিদিন উপাসনা তাঁর

করিতে ক'রোনা হেলা হে বন্ধু আমার।

তাঁর কর্ম কর তুমি তাঁহার ভুবনে।

তাঁর ভাব নিরন্তর রেখো তব মনে।

সাধুভাব সত্যভাব যে-সঙ্গেতে জাগে

সেই তো সৎসঙ্গ তুমি কর অনুরাগে।

সদ্‌গ্রন্থ করহ পাঠ, করহ শ্রবণ।

সুন্দর, নির্মল তাতে হবে তব মন।

তব আপনার পথে অনুকূল যাহা

ওগো বন্ধু যত্ন ক'রে বেছে নিও তাহা।

আর এক কাজ ক'রো।

মাঝে মাঝে বন্ধু তুমি নির্জনেতে গিয়া

তাঁহার সঙ্গেতে থাক পরাণ ভরিয়া।

এই ভাবে তুমি এগিয়ে চলতে থাক। তাঁকে নিয়ে তাঁর পরম উপলব্ধির দিকে। কি সজনে কি নির্জনে তাঁকে নিয়ে থাক। তাঁর নেশা ধরুক।

কর তাঁর নাম গান, কর তাঁর গুণ গান,

তাঁর গানে ঝঙ্কারিত হউক জীবন।

মোহ ঘুম ভেঙে যাক, অন্তর আলোক পাক

সত্যেতে হউক তব নব জাগরণ।

আসে। মানুষের জীবনে দুঃখ আসে। দারুণ দুঃখ আসে। সে সময়ে তাঁর অভিমুখেই থেকো।

দারুণ দুখের বেশে নিকটে যখন এসে

দাঁড়াবেন সেই প্রাণারাম

বন্ধু চিনে নিও তাঁরে, চরণেতে বারে বারে

করিও হে করিও প্রণাম।

শুধু দুখের বেশে কেন?

যখন যে কোনো বেশে তোমার নিকটে এসে

দাঁড়াবেন সেই প্রাণারাম

বন্ধু চিনে নিও তাঁরে, চরণেতে বারে বারে

করিও হে করিও প্রণাম।

ব'লে থামলেন পাগল। খানিক থেমে সুধীর দিকে তাকিয়ে গাইলেন,

স্নগভীর নিষ্ঠা নিয়ে ঢালি মনপ্রাণ
গুরুদত্ত পথে তুমি চল ভাগ্যবান।

এই ভাবে চললে—

নতুন জীবন এক দেখিবে নিশ্চিত,
উজ্জ্বল, সুন্দর হয়ে হবে প্রকাশিত।

এবারে সুধী বলছে, 'গুরুদত্ত পথে চলতে বলছেন আপনি। কিন্তু গুরু কে? একটু খুলে বলুন কৃপা ক'রে।' পাগল তখন ছলছল চোখে গান ধরলেন।

সঙ্কীর্ণ সংসার হতে যেই বন্ধু টানি
করে গো বাহির মোরে তারে গুরু মানি।
ক্ষুদ্র আমি শূদ্র ছিনু। যেই বন্ধু আসি
সেই মোর ক্ষুদ্রতার বেড়া দিল নাশি,
আমারে বৃহৎ করি করিছে ব্রাহ্মণ
তাহারে শ্রীগুরু বলি মানে মোর মন।
সংসারের খেলাঘর আপনি গড়িয়া
সত্য ভেবে মত্ত হয়ে আছিনু পড়িয়া।
কল্পনায় গড়েছিনু আত্মীয় স্বজন—
তাদিগে লইয়া আমি আছিনু মগন।
কে সত্য আত্মীয় আর কে সত্য স্বজন
দেখিবারে হায় মম না ছিল নয়ন।

কে মোর আপন আর কে বা মোর পর
এ কথা বুঝিতে নাহি ছিল অবসর।
কে মোর পরম বন্ধু, কে মোর আশ্রয়—
একথা বুঝিতে মম না ছিল সময়।
নির্বোধ উল্লাস কভু হত ক্ষণসুখে,
ত্রিতাপের জ্বালা কিন্তু ছিল সদা বুকে।
এই ভাবে—
সংসারের খেলাঘর আপনি গড়িয়া
সত্য ভেবে মত্ত হয়ে আছিনু পড়িয়া।
তখন
কে আসি ধরিল হাত, কয় কানে কানে,
পরম বন্ধুরে ভুলি আছ কোন প্রাণে?
ভ্রান্তি মাঝে মিছামিছি দুঃখ কেন পাও?
মোহঘোর ভেঙে ফেল, আঁখি মেলে চাও।
লহ লহ এইবার সত্য বস্তু চিনে।
শান্তি কভু নাহি পাবে সত্যবস্তু বিনে।
তাঁহার কথায় মোর ভেঙে গেল ভুল।
সে মোরে দেখাল ভবসাগরের কূল।
সে আসি চিনাল মোরে পরম আত্মীয়।
সেই জন গুরু মম সেই জন প্রিয়।
যে জন চিনায় মোরে পরম আত্মীয়
আমি জানি সেই জন পরম আত্মীয়।

শোন শোন বন্ধু মম শোন দিয়া মন—
আপন না হ'লে কেন চিনাবে আপন (বল বল)।
তাঁহার বাণীতে মম অন্তরের ত্রাণ।
তাঁহার বাণীতে আজ জাগে মোর প্রাণ।
তাঁর বাণী মোর কাছে বেদবাণী সম।
তাঁর সম, তাঁর বেশী কেহ নাই মম।

জান কি গো গুরু হয়ে কে আসিল দ্বারে?
সে এক রহস্য কথা জানাই তোমারে।
আমারি অন্তর এল শ্রীগুরুর বেশে
লইয়া যাইতে মোরে অন্তরের দেশে।
অন্তরে অন্তরে বাস করিছেন যিনি
সর্ব হয়ে বিরাজিত মহাপ্রাণ তিনি।
ধরা যবে দেন সেই প্রভু প্রেমময়
শ্রীগুরুরূপেতে হয় তাঁহার উদয়।
ওহে বন্ধু যদি চাও সফল জীবন
শ্রীগুরুচরণে তবে লহ রে শরণ।
গুরুদত্ত আলোকেতে দেখ রে সংসার—
দেখিবে ভাবনা কিছু নাহি রবে আর।

বল জয় গুরু, বল জয় ভগবান।
তাঁর জয় দিয়া সবে হও আগুয়ান।
জয় জয় ভগবান জয় ভগবান।
জয় জয় ভগবান জয় ভগবান।

পাগল চুপ করলেন। পাগলের মুখের দিকে তাকিয়ে সুধীও চুপ ক'রে ব'সে রইল। তার মনে হতে লাগল পাগল তার একান্তই আপনার জন। আর তার অনুভবে আসতে লাগল, তার জীবনের কষা বাঁধনগুলো শিথিল হয়ে যাচ্ছে। তার অন্তরে একটা কথা বার বার উচ্চারিত হতে লাগল—আর আমার ভাবনা নেই, আর আমার ভাবনা নেই।'

সমাপ্ত

জয়গুরু

সূচীপত্র

সূচী	পত্রাঙ্ক
প্রথম খণ্ড	
কোথা তুমি	৫
চাওয়া পাওয়া	৫
তুমি-মন্ত্র	৫
তাই তো	৬
তুমি হের তাঁহার আসন	৬
সত্য যে তোমার মাঝে	৬
সত্য বলিতেছ কি না	৭
সত্য ক'রে চাও	৭
সত্য	৭
সত্যের তরঙ্গ	৭
সত্য পারাবার	৭
আশ্রয়	৮
অনিত্য ও নিত্য	৮
সত্যে বোঝা	৮
মিথ্যা	৮
মিথ্যার সত্য	৮
কার অলঙ্কার	৯
সত্যের স্বভাব	৯
সত্যগুণ	৯

সূচী	পত্রাঙ্ক
তোমারে হেরিয়া	৯
সুখে থাকার উপায়	৯
তোমার আনন্দে	১০
বাঁধিয়াছ সেই	১০
জ্বাল্‌না আগুন	১০
জ্ঞান	১০
ধন্য যে তুই পাগল রে	১১
কে বলে গো ক্ষুদ্র তুমি !	১২
শুনতে কি পাও !	১২
টুকরো ক'রে ফ্যাল	১২
বিনতি	১২
মিনতি	১৩
মূলধন	১৩
তাঁর ছোঁওয়া	১৩
কমল কুসুম	১৪
সুখে স্মরণ	১৪
তোমার খেলা	১৪
সুখের মূল	১৪
নির্ভুল	১৪
আসবি কে বা বল্‌	১৫

সূচী	পত্রাঙ্ক
বলিহারি যাই	১৫
মিলন	১৫
সত্য হতে সত্যে	১৬
সেই আপনা	১৬
সুযোগ	১৬
দুঃখের বাণী	১৬
সুখের চাবিকাঠি	১৬
সুন্দর	১৭
প্রভাতের বাণী	১৭
তোমার মানুষ	১৭
ভেলকি	১৭
দেখা	১৮
ফুলের বাণী	১৮
বাতাসের বাণী	১৮
আঁধারের বাণী	১৮
জলের বাণী	১৯
একে অনেক	১৯
মিলন ও বিরহ	১৯
জ্ঞান ও কর্ম	১৯
জাগ্রত	২০
পেতে রেখো কান	২০
ভিক্ষুক	২০
শুধু	২০

সূচী	পত্রাঙ্ক
রিক্ততারে জেনে	২১
সন্ধ্যার গান	২১
সুপ্ত পথিক	২১
সাড়া	২১
তাঁব কাছে	২২
ভুলের বোঝা	২২
তথাকথিত স্বাধীনতা	২২
স্বাধীনতার গোপন কথা	২৩
স্বাধীনতা ?	২৩
স্বাধীন	২৩
ঘরের খুঁটি	২৩
বন্ধু চা	২৪
সুরের স্থান	২৪
প্রাণের কান্না	২৪
বিকাশে	২৫
অন্তরে	২৫
পারাপারি	২৫
চিরবিরহ	২৫
চেতনা ও ঘটনা	২৬
শক্তি	২৬
নিত্য সাথী	২৬
অপারগতা	২৬

সূচী	পত্রাঙ্ক
চমৎকার	২৭
যাহার আঁখি	২৭
শান্তির খবর	২৭
এক চুম্বন	২৭
সত্যের ব্যাপ্তি	২৮
তাহার পরে	২৮
অনন্ত প্রেম	২৮
সমর্পণ	২৮
তিনি	২৯
সত্যের অপমান	২৯
সৌন্দর্য লিপি	৩০
অন্তরের প্রেম	৩০
অল্প দেখা বেশী দেখা	৩০
আমার মনে	৩১
বাঁয়া ও তবলা	৩১
তুমি	৩২
চেনা	৩২
প্রেম জাগে	৩২
গুণ্ঠন খসাব	৩২
জুড়াইব শুধু	৩৩
মেনেছি	৩৩
মেঘেরা ভাবনা	৩৩
শুধু একবার	৩৪

সূচী	পত্রাঙ্ক
জীবন	৩৪
আমি অসুন্দর	৩৪
গড়া দুঃখ	৩৫
রসিক	৩৫
পূজা	৩৫
সুন্দর যোগ	৩৬
জ্ঞান ও প্রেম	৩৬
বাসনার বেদনা	৩৭
সত্য শান্তি	৩৭
পূর্ণতা	৩৮
ওঠা নামা	৩৮
এ প্রার্থনা ঘরের ঘেরায়	৩৯
ভাল	৩৯
নব রূপ	৩৯
কান্না	৪০
করহ গ্রহণ	৪০
বন্ধন ?	৪০
তোমার জীবন	৪১
অসত্য	৪১
কথা	৪১
শুধু তুমি	৪২
বিমুখ	৪২
মিলনের ক্ষণ	৪২

সূচী	পত্রাঙ্ক
রইব তাদের কেনা	৪৩
আমি হেরিলাম	৪৩
সত্য	৪৩
মনের বাসনা	৪৪
জাগ্রৎ	৪৪
স্বপ্ন	৪৪
সুষুপ্তি	৪৫
পুণ্য ও পাপ	৪৫
গুরুব্রহ্ম	৪৫
গুরু	৪৬
গুরুর আগমন	৪৬
দ্বিতীয় খণ্ড	
চলব এবার চলব সমুখ পানে	৪৭
অপরূপ দেশের কথা	৪৯
পথিক চল	৫২
অস্তি	৫৪
বোধ	৫৫

সূচী	পত্রাঙ্ক
মনের কথা	৫৬
দেখছ, জানছ	৫৭
তৃতীয় খণ্ড	
হৃদয়	৫৯
জীবন-সত্য	৬৪
ওগো আমার	৬৯
মাকে দেখ	৮৭
মা-ই আছে	৯০
আপনাতে থাক্।	
সত্তার স্বভাব স্পন্দন—	
মায়ের উল্লাস।	৯৩
সত্তা বোধ আত্মা	৯৬
আত্মমাঝে হ না তুই আত্মহারা	৯৯
সব মা। আপন জন।	
স্বরূপে চল।	১০২
প্রণাম তোমারে মাগো	১০৯
সুধী-সংবাদ (কথা-কীর্তন)	১১৯

শুধ্‌রে নেবেন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৫	১৩	আনো	আনো।
২৬	৭	হয়ে ;	হয়ে,
৫১	১৪	তাঁর	তার
৬৪	৫	জীবন সত্য	জীবন-সত্য
৮৭	৯	তোমার	তোমায়
৯৫	১৪	ত্যাঁহার	তাঁহার